Children's Education Series (For Class 1-7)

Book 5

ছোটদের সুন্নাহ ও বিদ'আতের জ্ঞান

আমির জামান
নাজমা জামান

ছোটদের ইসলামিক সায়েন্স (১ম থেকে ৭ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)

Book-5

ছোটদের
সুন্নাত ও বিদ'আত এর জ্ঞান

আমির জামান
নাজমা জামান

Published by
Institute of Family Development, Canada
www.themessagecanada.com

ছোটদের ইসলামিক সায়েন্স সিরিজ ১ থেকে ১২

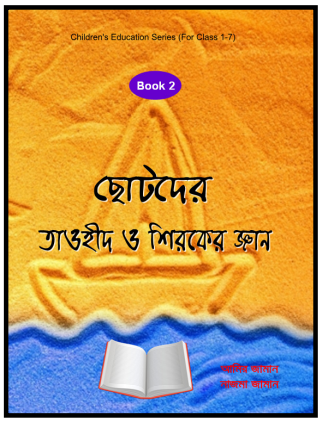

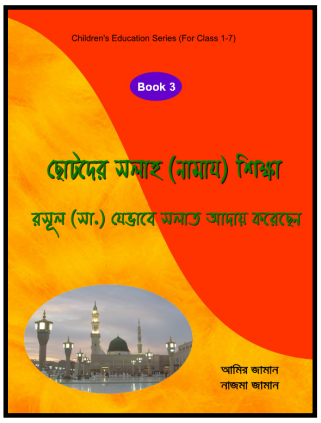

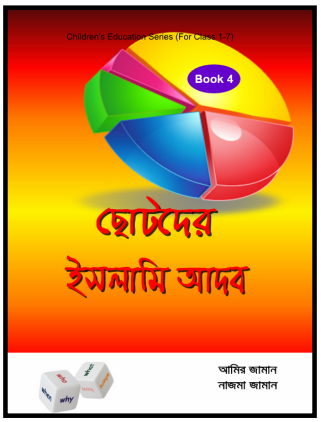

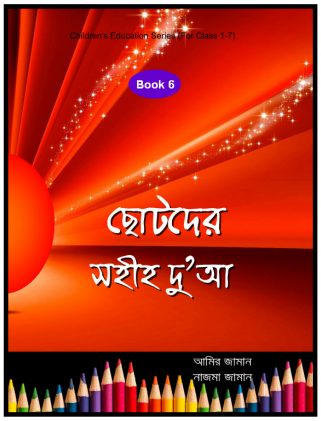

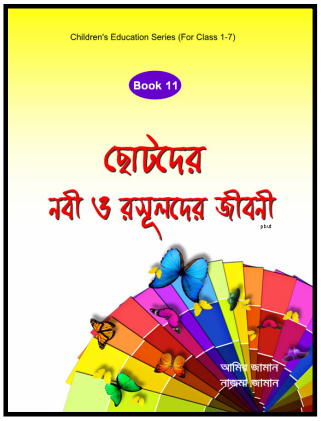

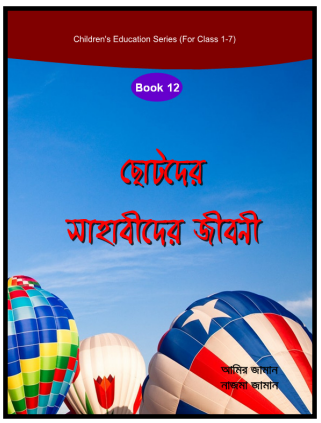

অভিভাবক এবং শিক্ষক–শিক্ষিকাদের জন্য বিশেষ গাইডলাইন

আমরা অভিভাবক এবং শিক্ষক/শিক্ষিকারা যখন আমাদের বাচ্চাদের ইসলামিক সায়েন্স সিরিজের বইগুলো পড়াবো তখন নিম্নের কিছু গাইডলাইন অনুসরণ করার চেষ্টা করবো। এতে আমাদের সন্তানরা আরো বেশী উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

১) অভিভাবক যদি রুটিন করে এই সিরিজের ১২টি বই সন্তানদের নিজ ঘরে নিজ তত্তাবধানে পড়িয়ে থাকেন তাহলে সে দুই বছরের মধ্যে ইসলামিক সায়েন্সের উপর অভারওল গভীর নলেজ নিয়ে গড়ে উঠবে এবং মজবুত ঈমানের অধিকারী হবে।

২) সন্তানদের পড়ানোর আগে নিজে পুরো বইটি আগাগোড়া পড়ে নিবো। যদি কোন বিষয়ে আমি না বুঝে থাকি তাহলে ইনষ্টিটিউটের সাথে যোগাযোগ করবো অথবা লেখক/লেখিকার সাথে যোগাযোগ করে বুঝে নিবো।

৩) সন্তানদের যেন কোন বিষয়ে গোজামিল দিয়ে বুঝানো চেষ্টা না করি। প্রতিটি বিষয়ের সাথে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করি। তারা যেন প্রতিটি বিষয় আনন্দের সাথে শিক্ষাগ্রহণ করে। কোন বিষয় কঠিন মনে হলে যেন জোর না করি এবং ধীরে ধীরে এগুতে থাকি।

৪) প্রতিটি বিষয়ে রসূল ﷺ-কে রোল মডেল হিসেবে তুলে ধরতে হবে। রসূল ﷺ-এর জীবনী এবং সাহাবা (রা.)-দের জীবনী পড়ার পাশাপাশি রসূল ﷺ-এর জীবনীর উপর তৈরী মুভি এবং কাটুন এর ডিভিডি দেখতে পারি। প্রতিটি অভিভাবকেরই উচিত রসূল ﷺ-এর জীবনী "আর-রাহীকুল মাখতুম" বইটি পড়ে বিস্তারিত জেনে নেয়া।

৫) রসূল ﷺ যেভাবে সলাত আদায় করতে বলেছেন তা সহীহ হাদীসগুলোতে বর্ণনা রয়েছে। এই সিরিজের সলাত শিক্ষার বইটিতে সলাতের প্রতিটি স্টেপ সহীহ হাদীস থেকে রেফারেন্সসহ দেয়া হয়েছে। সহীহ সলাত আদায়ের ডিভিডি বাজারে এবং ইন্টারনেটে ইউটিউবে অতিসহজেই পাওয়া যায়, তা আমরা দেখে দেখে সলাতটি ঠিক করে নিতে পারি।

৬) আমরা বড়রা যখন সলাত আদায় করি তখন যেন সন্তানদের সাথে নিয়ে সলাত আদায় করি এবং তাদেরকে সবসময় মসজিদে নিয়ে যাই হোক সে ছেলে বা মেয়ে। কাতারে নিজের পাশে দাড় করাই এবং তাদেরকে যেন পিছনে ঠেলে না দেই। রমাদানে অবশ্যই যেন তাদেরকে ওয়াক্তের সলাতে এবং তারাবীতে মসজিদে নিয়ে যাই।

৭) ছোটবেলা থেকেই তাদেরকে সদাকার অভ্যাস করানো। তারা টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে ঘরে একটি ব্যংকে তা জমা করতে পারে এবং এক সময় গ্রামের কোন গরীব আত্মীয়কে সাহায্য করে তা প্রাকটিক্যাল করানো যেতে পারে।

৮) ইসলামী আদব শিক্ষার বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে যেন তারা পড়ার পাশাপাশি ঐ মুহূর্ত থেকেই প্রাকটিক্যাল করে থাকে। ইসলামী আদব বইয়ে উল্লেখিত সমস্ত আদবগুলো আমার সন্তান ঠিক মতো প্রয়োগ করছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখা। প্রথম প্রথম সে হয়তো ভুলে যাবে তৎক্ষণাৎ তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, তুমি সালাম দিতে ভুলে গেছ বা ঐ দু'আটা বলতে ভুলে গেছ ইত্যাদি। তবে একটি বিষয় খুবই সতর্ক থাকতে হবে যে আমরা তাদেরকে যা শিখানোর চেষ্টা করছি তা যেন আমরা নিজেরাও ঠিক মতো পালন করি তা না হলে আমরা সন্তানদের নিকট ছোট হয়ে যাবো এবং ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বও তাদের কাছে কমে যাবে।

৯) বাচ্চাদের জন্য উপযোগী ইসলামী শিক্ষামূলক নানারকম ডিভিডি আমাদের ইনস্টিটিউটে রয়েছে যা সুলভ মূল্যে (cost price)-এ অতিসহজেই যোগাড় করা যেতে পারে এবং নিজ বাসায় সন্তানদের জন্য একটি পারিবারিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এছাড়া ইনস্টিটিউট অব ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট (আই.এফ.ডি) থেকে প্রকাশিত "প্যারেন্টিং" এবং "ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনে কীভাবে সফলতা অর্জন করবে" এই বই দু'টি যোগাড় করে অবশ্যই প্রতিটি অভিভাবকের পড়ে নেয়া উচিত। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

১০) এই সিরিজের প্রথম বই (Book-1) অর্থাৎ "ছোটদের ঈমান ও আক্বীদা" এর শেষে কিছু ইসলামী শব্দের অর্থ দেয়া আছে যা বাচ্চাদের কোর্সের শুরুতেই মুখস্ত করিয়ে দিতে হবে। কারণ এই শব্দগুলো অন্যান্য বইতে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার হয়েছে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সম্পাদনা পরিষদ

✍ **ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী**
মদীনা ইউনিভার্সিটি
সৌদিআরব

✍ **ড. কায়সার মামুন**
শিক্ষা বিষয়ক গবেষক
সিংগাপুর

✍ **আলী আকবর**
শিক্ষা বিষয়ক গবেষক
আমেরিকা

✍ **ড. জাকারিয়া আমিন**
শিক্ষা বিষয়ক গবেষক
অস্ট্রেলিয়া

মন্তব্য/পরামর্শ	আমির জামান/নাজমা জামান টরন্টো, ক্যানাডা info@themessagecanada.com
১ম প্রকাশ	মে ২০১৩
২য় প্রকাশ	জানুয়ারী ২০১৬
প্রশ্ন পর্বের উদ্ভাবক	জেনিফা তাহ্‌রীম (উপমা)
সার্বিক সহযোগিতায়	রোকসানা পারভীন (রুমা)
ভাষা সহযোগিতায়	তাহ্‌মিন জামান প্রমি রজিত তাজওয়ার
প্রচ্ছদ আইডিয়া	জারা, রামিসা, জুমানা
© কপিরাইট	আই.এফ.ডি ট্রাস্ট
প্রাপ্তিস্থান	আই.এফ.ডি ট্রাস্ট, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা ০১৭১০২১৯৩১০, ০১৬৮২৭১১২০৬ আল মারুফ পাবলিকেশনস কাটাবন মসজিদ, ঢাকা ০২৯৬৭৩২৩৭, ০১৯১৩৫১০৯৯১
মূল্য	একশত পঞ্চাশ টাকা

সূচীপত্র

সুন্নাহ কী?	৬
বিদ'আত কী?	৭
বিদ'আতের ব্যাপারে কুরআনের দলিল	৭
বিদ'আত কিভাবে চালু হয়?	৮
বিদ'আত প্রচলিত হওয়ার আরো কিছু কারণ	৯
বিদ'আত সমর্থনে পীর-ওলীর দোহাই	৯
বিদ'আত সম্পর্কে ভুল ধারণার অবসান	১২
বিদ'আতীর পরিণাম	১৩
বিদ'আত কবীরা গুনাহর চেয়েও মারাত্মক!	১৪
আমাদের সমাজে প্রচলিত বিদ'আতসমূহ	১৬
সওয়াবের আশায় বিভিন্ন দিবস পালন করা বিদ'আত	১৭
সলাতকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিদ'আত	১৭
মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিদ'আত	১৮
কুরবানীকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিদ'আত	২১
দু'আ, দুরূদ, খতম পড়ানো ও কুরআন তিলাওয়াত সংক্রান্ত বিদ'আত	২১
সফর সংক্রান্ত প্রচলিত বিদ'আত	২২
পাক-নাপাক সংক্রান্ত বিদ'আত	২২
মাযহাব, দল, পীর-মুরীদি ও যিকর সংক্রান্ত বিদ'আত	২৩
হাজ্জ ও ওমরা সংক্রান্ত বিদ'আত	২৪
অন্যান্য বিদ'আতসমূহ	২৫
'শবে বরাত' পালন করা বিদ'আত	২৬
'মিলাদ ও ঈদে মিলাদুন্নবী' বিদ'আত	২৭
মুখে উচ্চারণ করে সলাতের নিয়্যত করা বিদ'আত	২৯
উমরী কাযা সলাত বলতে কিছু নেই	৩২
প্রত্যেক সলাত শেষে ইমামের নেতৃত্বে হাত তুলে মুনাজাত করা বিদ'আত	৩৩
রসূল ﷺ সালাম ফিরানোর পর কী করতেন?	৩৫
মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয়	৩৫
ইসালে সওয়াবের প্রচলিত পদ্ধতিসমূহ	৩৫
কুরআন ও হাদীসের আলোকে মৃত ব্যক্তির কল্যাণে কোন কিছু করার দিক-নির্দেশনা আছে কি-না?	৩৬
ইসালে সওয়াবের জন্য কী করা যেতে পারে?	৩৭
ভুল শিক্ষা থেকে সাবধানতা অবলম্বন	৪২
কেরামত ও মজাদার গল্প-কাহিনী হতে সাবধানতা	৪২
ইবলিস শয়তানের পলিসি থেকে সাবধানতা	৪৩
Authenticity	৪৩

সুন্নাহ কী?

সুন্নাত হলো সেই মূল আদর্শ যা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে রসূলে কারীম ﷺ নিজে তাঁর বাস্তব জীবনে দ্বীনি দায়িত্ব পালনের বিশাল ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন; অনুসরণ করার জন্যে দৃষ্টান্ত (গাইডলাইন) হিসেবে রেখে গেছেন দুনিয়ার মানুষের সামনে। কেননা নাবী কারীম ﷺ যা বাস্তব জীবনে অনুসরণ করেছেন, তার উৎস হলো ওহী-- যা আল্লাহর নিকট থেকে তিনি লাভ করেছেন।

আল্লাহর জানিয়ে দেয়া বিধান ও নির্দেশ রসূলে কারীম ﷺ -এর বাস্তব কর্মজীবন। সেখানে আল্লাহর সকল আদেশ নিষেধেরই প্রতিফলন ঘটেছে পুরোপুরিভাবে। আল্লাহ তাঁর রসূলের মাধ্যমে ঈমানদারদের এই ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদানের জন্য জোর দিয়ে বলেছেন ঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"হে নাবী! মানুষকে বলুন, যদি সত্যি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর; তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১)

সুতরাং একমাত্র আল্লাহর রসূল ﷺ -এর নির্দেশাবলী অর্থাৎ সুন্নাহ অনুসরণ করে এবং সতর্কতার সঙ্গে দ্বীন ইসলামে সকল নতুন বিষয়ের প্রবর্তন (বিদ'আত) এড়িয়ে আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করা যায়। এই অনুমোদিত বিধি সম্পর্কে রসূল ﷺ বলেছেন ঃ

আমার সুন্নাহ এবং সঠিক প্রাপ্ত পথ খোলাফায়ে রাশিদ্বীনের অনুসরণ কর। এটা মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধর। এবং নতুন প্রবর্তন সম্মন্ধে সাবধান হও কারণ সেগুলি সব প্রচলিত ধর্মমত-বিরুদ্ধ বিশ্বাস (বিদ'আত) এবং বিরুদ্ধ বিশ্বাস হল ভুল পথ যা জাহান্নামের আগুনের দিকে চালিত করে। (আবু দাউদ, আত-তিরমিযী)

বিদ'আতের সংজ্ঞা

যে সব ধরনের কাজ বা অনুষ্ঠান ইবাদত বা সওয়াবের কাজ বলে কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা স্বীকৃত নয়, রসূল ﷺ নিজে যা কখনো করেননি বা কাউকে কখনো করতে বলেননি, তাঁর সাহাবাদের সময়ও তা ইবাদত হিসেবে প্রচলিত ছিলো না এমন সব কাজ বা অনুষ্ঠানাদি সওয়াবের উদ্দেশে পালন করার নামই বিদ'আত। বিদ'আত বলতে বুঝায় দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন আনা।

বিদ'আতের ব্যাপারে কুরআনের দলিল

الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا	*আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে আমি সম্পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্যকভাবে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম [মনোনীত করলাম]। (সূরা মায়িদা ঃ ৩)*

এ আয়াত থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন-ইসলাম পরিপূর্ণ। তাতে নেই কোন কিছুর অভাব। অতএব তা মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সকল দ্বীনি প্রয়োজন পূরণে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম। এই দ্বীনে বিশ্বাসীদের দিক নির্দেশনা বা গাইডেন্সের জন্য এই দ্বীন ছাড়া অন্য কোন দিকে তাকাবার প্রয়োজন অতীতেও হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না।

এতে মানুষের সব মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা যেমন রয়েছে তেমনি এতে নেই কোন অপ্রয়োজনীয় বা বাহুল্য জিনিস। ফলে দ্বীন থেকে যেমন কোন কিছু বাদ দেয়া যাবে না, তেমনি এর সাথে কোন কিছু যোগ করাও যাবে না। এ দু'টোই দ্বীনের পরিপূর্ণতার বিপরীত এবং সূরা মায়িদার ৩ নম্বর আয়াতে দেয়া আল্লাহর ঘোষণার পরিপন্থী। ইসলামী ইবাদতের ক্ষেত্রে সওয়াবের কাজ বলে এমন সব অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করা যা নাবী কারীম ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামের যামানায় চালু হয়নি, তা যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন তা স্পষ্ট বিদ'আত।

দ্বীন তো আল্লাহর দেয়া এবং রসূলের উপস্থাপিত জিনিস। তাতে যখন কেউ নতুন কিছু যোগ করে, তখন তার অর্থ এই হয় যে, আল্লাহ বা রসূলে কারীম ﷺ যেন বুঝতেই পারেননি যে দ্বীনে অসংগতি, অস্পষ্টতা, ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে (নাউজুবিল্লাহ)।

বিদ'আত কিভাবে চালু হয়?

বিদ'আত উদ্ভূত ও চালু হওয়ার মূলে চারটি কারণ লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমটি হলো ঃ কোনো ব্যক্তি নিজের থেকে বিদ'আত উদ্ভাবন করে সমাজে তা চালু করে দেয়। পরে এটা সাধারণভাবে সমাজে প্রচলিত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়টি হলো ঃ কোনো আলেম ব্যক্তি হয়ত শরীয়তের বিরোধী একটা কাজ করেছেন, করেছেন তা শরীয়তের বিরোধী জানা সত্ত্বেও, কিন্তু তা দেখে অজ্ঞ লোকেরা মনে করতে শুরু করে যে, এ কাজ শরীয়তসম্মত না হয়ে পারে না। এভাবে এক ব্যক্তির কারণে গোটা সমাজেই বিদ'আতের প্রচলন হয়ে পড়ে।

তৃতীয়টি হলো ঃ অজ্ঞ লোকেরা যখন ইসলাম বিরোধী কোনো কাজ করতে শুরু করে। তখন সমাজের আলেমগণ সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে থাকেন, তার প্রতিবাদও করেন না, সে কাজ করতে নিষেধও করেন না-- বলেন না যে, এ কাজ শরীয়তের বিরোধী, তোমরা এ কাজ কিছুতেই করতে পারবে না। ফলে সাধারণ লোকদের মনে ধারণা জন্মে যে, এ কাজ নিশ্চিয়ই নাজায়িয হবে না, বিদ'আত হবে না। হলে কি আর আলেম সাহেবরা তার প্রতিবাদ করতেন না? এভাবে সমাজে সম্পূর্ণ বিদ'আত বা নাজায়িয কাজ 'শরীয়তসম্মত' কাজরূপে পরিচিত ও প্রচলিত হয়ে পড়ে।

চতুর্থটি হলো ঃ কোনো কাজ হয়ত মূলতঃই ভালো, শরীয়তসম্মত কিংবা সুন্নাত অনুরূপ। কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত তা সমাজের লোকদের সামনে বলা হয়নি, প্রচার করা হয়নি। তখন সে সম্পর্কে সাধারণের ধারণা হয় যে, এ কাজ নিশ্চয়ই ভালো নয়, ভালো হলে আলেম সাহেবরা কি এতদিন তা বলতেন না! এভাবে একটি শরীয়তসম্মত কাজকে শেষ পর্যন্ত শরীয়ত বিরোধী বলে লোকেরা মনে করতে থাকে আর এ-ও একটি বড় বিদ'আত।

বিদ'আত প্রচলিত হওয়ার আরো কিছু কারণ

বিদ'আত প্রচলিত হওয়ার আর একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণও রয়েছে। আর তা হলো এই যে, মানুষ স্বভাবতই চিরন্তন শান্তি ও সুখ (জান্নাত) লাভ করার আকাঙ্খী। আর এ কারণে সে বেশী বেশী নেক কাজ করতে সচেষ্ট হয়ে থাকে। দ্বীনের হুকুম-আহকাম যথাযথ পালন করা কঠিন বোধ হলেও সহজসাধ্য সওয়াবের কাজ করার জন্যে লালায়িত হয় খুব বেশী। আর তখনি সে শয়তানের ষড়যন্ত্রে পড়ে যায়। এই লোভ ও শয়তানী ষড়যন্ত্রের কারণে খুব তাড়াহুড়া করে কিছু সহজ সওয়াবের কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। নিজ থেকেই ধরে নেয় যে, এগুলো সব নেক কাজ, সওয়াবের কাজ। তা করলে এত বেশী সওয়াব পাওয়া যাবে যে, জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি লাভ করা কিছুমাত্র কঠিন হবে না।

কিন্তু এ সময়ে যে কাজগুলোকে সওয়াবের কাজ বলে মনে করে নেয়া হয়, সেগুলো শরীয়তের ভিত্তিতে ও বাস্তবিকই সওয়াবের কাজ কি না, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবার মতো ইসলামী জ্ঞান বা যোগ্যতাও যেমন থাকে না, তেমনি সে দিকে বিশেষ উৎসাহও দেখানো হয় না। কেননা তাতে করে চিরন্তন সুখ লাভের সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। আর তাতেই তাদের ভয়।

বিদ'আত সমর্থনে পীর-ওলীর দোহাই

বিদ'আতপন্থীরা সাধারণত নিজেদের উদ্ভাবিত বিদ'আতের সমর্থনে সূফী ও তরীকতের দোহাই দিয়ে থাকে। তারা বড় বড় ও সুস্পষ্ট বিদ'আতী কাজকেও বিদ'আত নয় -- বড় সওয়াবের কাজ বলে চালিয়ে দেয়। আর বলে ঃ অমুক ওলী-আল্লাহ, অমুক পীর কিবলা নিজে এ কাজ করেছেন এবং করতে বলেছেন। আর তাঁর মতো ওলী আল্লাহই যখন এ কাজ করেছেন, করতে বলে গেছেন, তখন তা বিদ'আত হতে পারে না, তা অবশ্যই বড় সওয়াবের কাজ হবে। তা না হলে কি আর তিনি তা করতেন?

বিদ'আতের সমর্থনে এরূপ পীরের দোহাই দেয়ার ফলে সমাজে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। একটি প্রতিক্রিয়া এই যে, কোনটি সুন্নাত আর কোনটি বিদ'আত, কোনটি জায়িয আর কোনটি নাজায়িয তা নির্দিষ্টভাবে ও নিঃসন্দেহে জানবার জন্যে কুরআন, হাদীস, সাহাবাদের আমল ও জীবন-চরিত্র ইত্যাদি কিছুই খুঁজে দেখা হয় না। কেবল দেখা হয় অমুক হুযুর কিবলা এ কাজ করেছেন কিনা, তিনিই যদি করে থাকেন তাহলে তা করতে আর কোনো দ্বিধাবোধ করা হয় না। সেক্ষেত্রে এতটুকুও চিন্তা করা হয় না যে, যার বা যাদের দোহাই দেয়া হচ্ছে সে বা তারা কুরআন-হাদীস অনুযায়ী কাজ করেছে কিনা; তারা শরীয়তের ভিত্তিতে এ কাজ করেছে না নিজেদের ইচ্ছামতো করেছে।

এর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া এই দেখা দিয়েছে যে, জনসাধারণ মনে করতে শুরু করেছে, শরীয়ত ও মারেফাত (বা তরীকত) দু'টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। শরীয়তে যা নাজায়িয, মারিফাত বা তরীকতের দৃষ্টিতে তাই জায়িয। কেননা একদিকে শরীয়তের দলীল দিয়ে বলা হচ্ছে ঃ এটা বিদ'আত কিন্তু পীরের দোহাই দিয়ে সেটিকেই জায়িয করে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলে শরীয়ত আর মারিফাতের দুই পরস্পর বিরোধী হওয়ার ধারণা প্রকট হয়ে উঠে। এরূপ ধারণা দ্বীন-ইসলামের পক্ষে যে কতখানি মারাত্মক, তা বলে শেষ করা কঠিন। শরীয়ত পরিপন্থী কোন কিছু কোন অবস্থাতেই বা কোন অজুহাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১) প্রশ্ন ঃ

ক) সুন্নাহ কী?

খ) বিদ'আতের সংজ্ঞা দাও। বিদ'আতের ব্যাপারে কুরআনে যা বলা হয়েছে তা লিখ।

গ) বিদ'আত কিভাবে চালু হয় তা লিখ? বিদ'আত প্রচলিত হওয়ার কিছু কারণ সংক্ষেপে লিখ।

ঘ) বিদ'আত সমর্থনে পীর-ওলীর দোহাই দিয়ে যে সব শরীয়ত বিরোধী কাজ সংগঠিত হচ্ছে তা লিখ।

২) বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

ক) ইসলামী ইবাদতে সওয়াবের কাজ বলে মনে করে যে সব অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করা হয় তা যত আকর্ষণীয় হোক না কেন তা স্পষ্ট? i) ভাল ii) সওয়াব iii) বিদ'আত iv) কোনটাই না

খ) বিদ'আত উদ্ভূত ও চালু হওয়ার মূল কারণ কয়টি? i) ২টি ii) ৩টি iii) ৪টি iv) ৬টি

গ) বিদ'আত সমর্থনে আমরা কার দোহাই দিয়ে ভুল কাজ করে থাকি?

i) রসূল ii) আল্লাহ্ iii) পীর-ওলীর iv) কোনটাই না

ঘ) বিদ'আতের সমর্থনে এরূপ পীরের দোহাই দেয়ার ফলে সমাজে কয় ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে?

i) দুই - ধরনের ii) তিন - ধরনের iii) পাঁচ - ধরনের iv) সাত - ধরনের।

৩) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) আল্লাহ্র জানিয়ে দেয়া _____ ও নির্দেশ রসূলে কারীম ﷺ -এর বাস্তব কর্মজীবন।

খ) দয়াময় আল্লাহ্ আমাদেরকে একটি সম্পূর্ণ _____ উপহার দিয়েছেন।

গ) বিদ'আতপন্থীরা সাধারণত নিজেদের উদ্ভাবিত _____ সমর্থনে সূফী ও তরীকতের দোহাই

ঘ) মানুষ স্বভাবতই চিরন্তন _____ লাভ করার আকাঙ্খী।

৪) সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) দ্বীন থেকে যেমন কোন কিছু বাদ দেয়া যাবে না, তেমনি এর সাথে কোন কিছু যোগ করাও যাবে না।

খ) দ্বীন তো রসূলের দেয়া ফিরিশতাদের উপস্থাপিত জিনিস।

গ) বিদ'আত বলতে বুঝায় দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন আনা।

৫) বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) কোন ব্যক্তি নিজের থেকে বিদ'আত উদ্ভাবন করে সমাজে চালু করে দেয়	ক) পরে এটা সাধারণভাবে সমাজে প্রচলিত হয়ে পড়ে।
খ) তারা বড় বড় ও সুস্পষ্ট বিদ'আতী কাজকেও বিদ'আত নয়	খ) পীরের দোহাই দিয়ে সেটিকেই জায়িয করে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে।
গ) একদিকে শরীয়তের দলীল দিয়ে বলা হচ্ছে এটা বিদ'আত কিন্তু	গ) বড় সওয়াবের কাজ বলে চালিয়ে দেয়।

বিদ'আত সম্পর্কে ভুল ধারণার অবসান

প্রথম কথা ঃ বিদ'আত বা নব আবিষ্কার সকল ক্ষেত্রে নিন্দিত নয়। শুধু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে যা কিছু নব-আবিষ্কার সেটা হল নিন্দিত ও পরিত্যাজ্য। আল্লাহর রসূল ﷺ এই বিদ'আতকে নিষিদ্ধ করেছেন। আর শরীয়তের পরিভাষায় এটাকেই বিদ'আত বলা হয়।

দ্বিতীয় কথা ঃ কেউ কেউ আমরা মনে করতে পারি যে, মাইক, রেডিও, টিভি, কম্পিউটার, প্লেন, ফোন ইত্যাদিও তো নতুন আবিষ্কার। তাহলেতো এগুলোও বিদ'আত। না, এই ধারণা মোটেও ঠিক নয়। ধর্মীয় ক্ষেত্র ছাড়া মানব কল্যাণের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নতুন-আবিষ্কার গ্রহণযোগ্য। এই নতুন-আবিষ্কারকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেনি, বরং উৎসাহিত করেছে। বিদ'আতের সাথে শুধুমাত্র ইবাদতের সম্পর্ক। এই সকল আবিষ্কারের কারণে ইসলামের আরো প্রসার ঘটছে। আজকাল মানুষ টেক্‌নলজি ব্যবহার করে দ্বীনের কাজ করছে, সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে, অর্থনীতির উন্নয়ন হচ্ছে, মানুষের দুর্ভোগ কমে যাচ্ছে, জীবনযাপন আরো সহজ হয়ে উঠছে। যেমন আগে হাজ্জ করতে যেতে হতো ঘোড়া, উট বা পায়ে হেটে, কিন্তু এখন ব্যবহার হচ্ছে প্লেন। আজকাল ইসলামিক প্রোগ্রামে বা মসজিদে এতো লোক হয় যে সাউন্ড সিষ্টেম ছাড়া তো কল্পনাই করা যায় না।

তৃতীয় কথা ঃ ধর্মীয় কোন বিধি-বিধান বা আচার-অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে কোন কিছুকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা বা কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা বিদ'আতের মধ্যে গণ্য হবে না। যেমন আযান দেয়ার জন্য মাইকের ব্যবহার, সলাত ও সিয়ামের সময় জানতে ঘড়ি, কম্পাস ও ক্যালেন্ডারের ব্যবহার -- ইত্যাদি বিদ'আতের মধ্যে গণ্য হবে না। কারণ, কেউ এগুলোকে ধর্মের অংশ মনে করে না। বা এগুলোর মাধ্যমে ধর্মে কোন নতুন আচার চালু হয়নি। বরং, যা হয়েছে তাহল প্রাচীন আচারের অবকাঠামো ঠিক রেখে তা বাস্তবায়নে আধুনিক পদ্ধতির অবলম্বন যা শরীয়তের পরিভাষায় ভাল ও উপকারী পদ্ধতি। বিদ'আত নয়।

চতুর্থ কথা ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য সওয়াব পাঠানোর উদ্দেশ্যে যা কিছু করা হয় সবগুলো ধর্মীয় আচার মনে করে করা হয়। সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যেই করা হয়। অতএব, বর্ণিত সকল অনুষ্ঠান বিদ'আত। বিদ'আতের ক্ষতি অনেক এবং সুদূর প্রসারী। বিদ'আত ধর্মকে বিকৃত করে। ইসলামে বিদ'আতকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিদ'আতী আচার-অনুষ্ঠান করার কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত বিলুপ্ত হয়ে যায়। মৃত ব্যক্তির জন্য ইসালে সওয়াবের বিষয়টির প্রতি যদি লক্ষ্য করি ঃ তাহলে দেখা যায় যে, এ ক্ষেত্রে বিদ'আতী নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করার কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশিত ও অনুমোদিত পদ্ধতিকে পরিহার করা হচ্ছে।

বিদ'আতীর পরিণাম

মহান আল্লাহ বলেন

❖ *(হে নাবী!) তাদেরকে বলুন, আমি কি তোমাদেরকে জানাবো যে, আমলের দিক দিয়ে কারা সবচেয়ে বেশি ব্যর্থ? (তারা হলো ঐ সব লোক) দুনিয়ার জীবনে যাদের সকল চেষ্টা-সাধনা ভুল পথে চলেছে এবং যারা মনে করে, তারা সব কিছু ঠিকই করছে। (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ১০৩-১০৪)*

রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেন তা বর্জন কর। (সূরা হাশর ঃ ৭)

❖ *যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটো না। নিশ্চয়ই তোমার কান, চোখ ও অন্তর সবকিছু (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬)*

❖ *আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা আদবসহ বিনম্রভাবে কেবল আমার জন্য (সলাতে) দাঁড়াবে। (সূরা বাকারা ঃ ২৩৮)*

❖ *আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা আল্লাহর যিকর কর (ঐভাবে) যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হিদায়াত শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা বাকারা ঃ ১৯৮)*

❖ *আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা ডাকবে নিজেদের প্রভুকে নম্রভাবে ও গোপনে, নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। (সূরা আ'রাফ ঃ ৫৫)*

❖ *আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা প্রতিপালকের যিকর কর, সকাল-সন্ধ্যায়, কাকুতি-মিনতি ও ভয়ের সাথে, অনুচ্চস্বরে, মনে মনে, আর তুমি অমনোযোগীদের/উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (সূরা আল আ'রাফ ঃ ২০৫)*

❖ *আল্লাহর, হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার থেকে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? আল্লাহ এই ধরনের যালিমকে কখনোই হিদায়াত দান করেন না। (সূরা কাসাস ঃ ৫০)*

❖ *আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য আছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (সূরা নিসা ঃ ১৪)*

রসূল ﷺ বলেছেন

দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নতুন আবিস্কৃত বিষয় বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্টতার পরিণাম হল জাহান্নাম। (সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

- রসূল ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মে কোন নতুন পদ্ধতি আনলো যা আমাদের দ্বীনে নেই তা গ্রহণ করা হবে না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)
- যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে সাহায্য করে, আল্লাহ তাকে লানত করেন। (সহীহ মুসলিম)
- আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে অচিরেই বহুতর মতানৈক্য দেখবে। তখন আমার তরিকা এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনদের তরিকাকে শক্ত হাতে এবং দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরবে। সাবধান বিদ'আত হতে বাঁচ! মনে রেখ প্রত্যেক বিদ'আত পথভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্টতা নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে। (আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, হাকেম)
- কিয়ামত দিবসে হাউজে কাউসারে আমি তোমাদের অগ্রগামী হবো। যে আমার নিকট যাবে সে তা পান করবে, আর যে পান করবে সে কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। সেদিন আমার নিকট অনেক দল হাজির হবে। আমি তাদেরকে চিনবো এবং তারাও আমাকে চিনবে। অতঃপর তাদের ও আমার মধ্যে পর্দা পড়ে যাবে, আমি তখন বলব ঃ তারা আমার উম্মত! তখন উত্তর হবে ঃ তুমি জান না যে, তোমার পরে তারা কি কি বিদ'আতী কাজ করেছে। তখন আমি বলব ঃ দূর হও! দূর হও! আমার পরে আমার সুন্নাতে পরিবর্তন এনেছো। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)
- বিদ'আতীর সলাত, সিয়াম, হাজ্জ প্রভৃতি ফরয কিংবা নফল কোনো ইবাদতই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না এবং সে ইসলাম থেকে এরূপভাবে খারিজ হয়ে যায় যেভাবে মাখানো আটা থেকে এক গুচ্ছ চুল বের হয়। (ইবনে মাজাহ)
- আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি ঃ কুরআন এবং আমার হাদীস। যতদিন তোমরা এই দু'টি জিনিস আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। (মুআত্তা মালেক, হাকেম)
- তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না, যেভাবে নাসারাগণ ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে। বরং তোমরা বল যে, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)
- যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করে, সে জাহান্নামে তার জন্যে ঘর তৈরী করুক। (সহীহ বুখারী)

বিদ'আত কবীরা গুনাহর চেয়েও মারাত্মক!

কারণ যে কবীরা গুনাহ করে সে জানে এটা জঘন্য অপরাধ এবং কোন একদিন সে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারে বা তাওবা করতে পারে এবং আল্লাহ চাইলে তাকে মাফ করেও দিতে পারেন। কিন্তু বিদ'আতকারী খুব পুণ্যের কাজ মনে করে বেশী বেশী বিদ'আতী কাজ করতে থাকে তাই তার আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া বা তাওবা করার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১) প্রশ্ন ঃ

ক) বিদ'আত সম্পর্কে যে সব ভুল ধারনা রয়েছে সেগুলো সংক্ষেপে লিখ ।
খ) বিদ'আতের পরিণাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ কী কী বলেছেন তা লিখ?
গ) বিদ'আতের পরিণাম সম্পর্কে রসূল ﷺ কি বলেছেন লিখ?

২) শূন্য স্থান পূরণ কর ঃ

ক) আল্লাহ্র রসূল ﷺ _____ কে নিষিদ্ধ করেছেন ।
খ) বিদ'আত ধর্মকে _____ করে ।
গ) বিদ'আতী আচার-অনুষ্ঠান করার ফলে রসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর _____ বিলুপ্ত হয়ে যায় ।
ঘ) যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে সাহায্য করে আল্লাহ্ তাকে _____ করেন ।
ঙ) কুরআন-সুন্নায় নেই তা যতোই ভাল মনে হোক না কেন তা কোন ভাবেই _____ নয় ।

৩) সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) ধর্মীয় ক্ষেত্র ছাড়া মানব কল্যাণের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নব আবিস্কার গ্রহণযোগ্য ।
খ) নব আবিস্কারকে ইসলাম নিষেধ করেছেন ।
গ) কারো অধিকার ক্ষুন্ন করে তা দিয়ে সওয়াবের কাজ করলে তা কবুল হবে ।
ঘ) রসূল ﷺ আমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে গেছেন ।
ঙ) রসূল ﷺ যে সব কাজ করেননি তা যতোই ভাল হোক না কেন তা সওয়াবের আশায় কোন ভাবেই করা যাবে না ।

৪) বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) বিদ'আত বা নব আবিস্কার সকল ক্ষেত্রে	ক) টেকনোলজির ব্যবহার করে ।
খ) আজকাল মানুষ দ্বীনের কাজ করছে	খ) নিশ্চিত নয় ।
গ) বিদ'আতের ক্ষতি এবং	গ) মূল ফর্মূলার দিকে ফিরে যেতে হবে ।
ঘ) বিদ'আত কারীরা গুনাহর চেয়েও	ঘ) সুদূর প্রসারী ।
ঙ) ইবাদতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সবসময়	ঙ) মারাত্মক ।

আমাদের সমাজে প্রচলিত বিদ'আতসমূহ

রসূল ﷺ -কে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিদ'আত

১) রসূল ﷺ -কে সৃষ্টি না করলে দুনিয়াতে কোন কিছু সৃষ্টি হত না এমন আকীদাহ পোষণ করে সওয়াবের আশা করা।

২) রসূল ﷺ আল্লাহর নূরের তৈরী এমন ধারণা করা ও সওয়াব মনে করা।

৩) রসূল ﷺ মৃত্যুবরণ করেননি এমন ধারণা পোষণ করা।

৪) রসূল ﷺ -এর ব্যক্তি সত্ত্বার উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়া।

৫) রসূল ﷺ -এর নামে কুরবানী, হাজ্জ অথবা উমরা করা।

৬) রসূল ﷺ -এর কবরের নিকটে না গিয়ে দূর হতে কবরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সালাম দেয়া।

৭) অন্য কারো মাধ্যমে রসূল ﷺ -এর কবরে সালাম পাঠানো।

৮) সর্বদা কোন নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট দিনে রসূল ﷺ -এর কবর যিয়ারত করা।

৯) রসূল ﷺ -এর কবরে গিয়ে উচ্চস্বরে সালাম দেয়া।

১০) রসূল ﷺ -এর কবরের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করাকে সওয়াব মনে করা।

১১) ওয়াজ মাহফিলের সময় নারায়ে রিসালাত বলে উচ্চস্বরে ইয়া রসূলুল্লাহ বলা।

১২) আজানের সময় রসূল ﷺ -এর নাম আসলে চোখে দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে দুই চোখের মধ্যে লাগিয়ে চুমু খাওয়া।

১৩) মসজিদে নববীর সবুজ গম্বুজ দেখা মাত্রই দুরূদ ও সালাম পাঠ করা।

১৪) কোন ইসলামী মাহফিলের দু'আ, দুরূদ ও যিকরের সওয়াব রসূল ﷺ -এর কবর মদিনায়, সকল ওলিদের রুহে ও সকল মৃতদের কবরের দিকে পাঠিয়ে দেয়া।

১৫) সুন্নতী পোশাকের নামে বিশেষ ধরনের পোশাক পরা।

১৬) নতুন নতুন দুরূদ এর আবিস্কার করা এবং তা পড়া।

১৭) আশেকে রসূল বলে দাবী করা। জস্নে জুলুস করা।

১৮) রসূল ﷺ -এর কবরকে 'রওজা' বলা।

১৯) বালাগাল উলা বি কামালিহি, কাশাফাদ্দুজা বি জামালিহি..... ইত্যাদি বলা শিরক এবং বিদ'আত।

সওয়াবের আশায় বিভিন্ন দিবস পালন করা বিদ'আত

১) ঈদে মিলাদুন্নবী দিবস পালন করা ।
২) মিলাদের মাহফিল করা ।
৩) শবে বরাতকে ভাগ্য রজনী মনে করে এ রাত্রি পালন করা ।
৪) শবে মেরাজ দিবস পালন করা ।
৫) প্রথম মহররম রাত্রি উৎযাপন করা ।
৬) ওরছ করা, ইসালে সওয়াবের মাহফিল করা ।
৭) রমাদান মাসে "বদর দিবস" পালন করা ।
৮) ঈদের পরে "ঈদ পূণর্মিলনী" অনুষ্ঠান করা ।

সলাতকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিদ'আত

১) ফযর সলাত শেষ করে ঈমাম সাহেবের মুসুল্লিদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে দু'আ করা ।
২) নাউয়াইতুয়ান ওসাল্লিয়া.... বলে মুখে উচ্চারণ করে সলাতের জন্য নিয়্যত করা ।
৩) জায়নামাযে দাঁড়িয়ে জায়নামাযের দু'আ পাঠ করা ।

৪) সলাত শেষে সওয়াবের উদ্দেশ্যে পাশের মুসুল্লিদের সাথে মুসাফা করা ।
৫) জানাযা সলাতের শেষে হাত তুলে দু'আ করা ।
৬) জানাযার ও ঈদের সলাতের আযান দেয়া ।

৭) মাগরিবের পর দুই রাকআত নফল সলাত নির্দিষ্ট করে নেয়া এবং এই সলাত বসে পড়া ।
৮) সলাতুল আওয়াবীন নামে মাগরিবের পরে ৬ রাকআত সলাত আদায় করা ।
৯) জুম্মার দিন খুৎবার সময় লাল বাতি জ্বালিয়ে রাখা এবং লিখে রাখা যে লাল বাতি জ্বলন্ত অবস্থায় সলাত আদায় করা নিষেধ ।
১০) সলাতুল হাজাত নামে সলাত আদায় করা *(কিন্তু কেউ যদি কোন*

প্রয়োজনে দুই রাকআত নফল সলাত আদায় করে তবে তা জায়িজ হবে)।

১১) ইহরামের নিয়তে দুই রাকআত সলাত আদায় করতে হবে মনে করা।
১২) সলাতের পর মাথায় বা কপালে হাত রাখা।
১৩) পাগড়ী পড়ে সলাত আদায় করলে অনেক সওয়াব হবে মনে করা।
১৪) উমরী কাযা সলাত আদায় করা।
১৫) জানাযার সলাতে সানা পাঠ করা।
১৬) জুম্মার দিনে খুৎবার সময় চাঁদার বাক্স চালানো।
১৭) ফরয সলাতের পর ইমামের নেতৃত্বে হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা।
১৮) সশরীরে সলাত না আদায় করে বা জামাতে সলাত না আদায় করে রূহানী জগতের মাধ্যমে সলাত আদায় করা।
১৯) গায়েবীভাবে বাংলাদেশ থেকে মক্কার কাবাঘরে এক ওয়াক্তের সময় অন্য ওয়াক্তের সলাত আদায় করতে যাওয়া।
২০) পুরুষ এবং মহিলাদের সলাতের পদ্ধতি আলাদা করা।
২১) জামাত শুরু হয়ে গেলেও বা ইকামত হয়ে গেলেও সুন্নাত পড়া।
২২) সফরে কসর না পড়ে নিয়ম মত সলাত আদায় করা।
২৩) সফরে দুই ওয়াক্ত সলাত একত্রে না আদায় করা।

মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিদ'আত

(১) মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা।
(২) মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কুলখানি, চল্লিশা অথবা চেহলাম করা।
(৩) কবরে ফুল দেয়া।
(৪) মৃত ব্যক্তির উপর সূরা ইয়াসীন পাঠ করা।
(৫) মহিলাদের ঘন ঘন কবর যিয়ারত করা।
(৬) মৃত ব্যক্তিকে সামনে নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করা।
(৭) মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জিয়াফত, কুরআনখানি, ইসালে সওয়াব, এগারোবী শরীফ, রূহে সওয়াব বখশে দেয়া।
(৮) শহীদের স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণ ও তাতে বিভিন্ন উপলক্ষে ফুল দেয়া।
(৯) কবর যিয়ারতের সময় কুরআন তিলাওয়াত করা।
(১০) কবর উঁচু করা, বাঁধানো এবং কবরকে সুন্দর করা।
(১১) নির্দিষ্টভাবে শুধু ঈদের দিনে অথবা প্রত্যেক জুমার দিনে কবর যিয়ারত করা।

(১২) ফাতিহা ইয়াজদহম ও দোয়াজদহম পালন করা।
(১৩) মৃত লোকদের নিকট সাহায্য চাওয়া শিরক এবং বিদ'আত।
(১৪) মৃত ব্যক্তিদের জন্য এক মিনিট বা কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করা।
(১৫) দাফন না করা পর্যন্ত পরিবারের লোকদের না খেয়ে থাকা।
(১৬) মৃত্যুর পর তিন দিন বাড়িতে চুলা না জালানো বা রান্না না করা।
(১৭) বাড়ীতে বা কবরস্থানে এই সময় সদাকা বিলি করা।
(১৮) চীৎকার দিয়ে কান্নাকাটি করা, বুক চাপড়ানো, কাপড় ছেঁড়া, মাথা ন্যাড়া করা, দাড়ি-গোঁফ না মুণ্ডানো ইত্যাদি।
(১৯) তিন দিনের অধিক (সপ্তাহ, মাস, ছয় মাস ব্যাপী) শোক পালন করা কেবল স্ত্রী ব্যতীত। কেননা তিনি ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করবেন।
(২০) কবরের উপরে খাদ্য ও পানীয় রেখে দেয়া। যাতে লোকেরা তা নিয়ে যায়।
(২১) মৃতের ঘরে তিন রাত, সাত রাত (বা ৪০ রাত) ব্যাপী আলো জ্বেলে রাখা।
(২২) কাফনের কাপড়ের উপরে দু'আ-কালেমা ইত্যাদি লেখা।
(২৩) এই ধারণা করা যে, মৃত ব্যক্তি জান্নাতী হলে ওযনে হালকা হয় ও দ্রুত কবরের দিকে যেতে চায়।
(২৪) মৃতকে নেককার লোকদের গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া।
(২৫) জানাযার পিছে পিছে উচ্চৈঃস্বরে যিকর ও তিলাওয়াত করতে করতে চলা।
(২৬) জানাযা শুরুর প্রাক্কালে মৃত কেমন ছিলেন বলে লোকদের কাছ থেকে সমস্বরে সাক্ষ্য নেয়া।
(২৭) জানাযার সলাতের আগে বা দাফনের পরে তার শোকগাথা বর্ণনা করা।

(২৮) জুতা পাক থাকা সত্ত্বেও জানাযার সলাতে জুতা খুলে দাঁড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করা।
(২৯) কবরে মৃতের উপরে গোলাপ পানি ছিটানো।
(৩০) কবরের উপরে মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ও পায়ের দিক থেকে মাথার দিকে পানি ছিটানো। অতঃপর অবশিষ্ট পানিটুকু কবরের মাঝখানে ঢালা।
(৩১) তিন মুঠি মাটি দেয়ার সময় প্রথম মুঠিতে 'মিনহা খালাক্বনা-কুম' দ্বিতীয় মুঠিতে 'ওয়া ফীহা নুঈদুকুম' এবং তৃতীয় মুঠিতে 'ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তা-রাতান উখরা' বলা অথবা 'আল্লাহুম্মা আজিরহা মিনাশ শায়ত্বান'...পাঠ করা (ইবনু মাজাহ, যঈফ)।
(৩২) কবরে মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা ও পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার শুরুর অংশ পড়া।
(৩৩) সূরা ফাতিহা, ক্বদর, কাফিরূন, নছর, ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস এই সাতটি সূরা পাঠ করে দাফনের সময় বিশেষ দু'আ পড়া।
(৩৪) কবরের উপর শামিয়ানা টাঙ্গানো।
(৩৫) প্রতি জুমআয় কিংবা সোম ও বৃহস্পতিবারে নির্দিষ্ট করে পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করা।
(৩৬) এছাড়া আশূরা, শবে মেরাজ, শবেবরাত, রামাযান ও দুই ঈদে বিশেষভাবে কবর যিয়ারত করা।

(৩৭) কবরের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ানো ও সূরা ফাতিহা ১ বার, ইখলাছ ১১ বার কিংবা সূরা ইয়াসীন ১ বার পড়া।

(৩৮) কুরআন পাঠকারীকে উত্তম খানা-পিনা ও টাকা-পয়সা দেয়া বা এ বিষয়ে অসিয়ত করে যাওয়া।

(৩৯) কবরে রুমাল, কাপড় ইত্যাদি বরকত মনে করে নিক্ষেপ করা।

(৪০) কবরে চুম্বন করা।

(৪১) কবরের গায়ে বরকত মনে করে হাত লাগানো এবং পেট ও পিঠ ঠেকানো।

(৪২) ত্রিশ পারা কুরআন (বা সূরা ইয়াসীন) পড়ে এর সওয়াব সমূহ মৃতের নামে বখশে দেয়া। যাকে কুরআনখানী বলে।

(৪৩) কাফিরূন, ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস এই চারটি 'কুল' সূরার প্রতিটি ১ লক্ষ বার পড়ে মৃতের নামে বখশে দেয়া। যাকে 'কুলখানী' বলে।

(৪৪) আযান শুনে নেকী পাবে বা গোর আযাব কম হবে ভেবে মসজিদের পাশে কবর দেয়া।

(৪৫) মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে আলো জ্বেলে ও মাইক লাগিয়ে রাত্রি ব্যাপী উচ্চৈঃস্বরে কুরআন খতম করা।

(৪৬) সলাত, কিরাআত ও অন্যান্য দৈহিক ইবাদত সমূহের নেকী মৃতদের জন্য হাদিয়া দেয়া। যাকে 'সওয়াব রেসানী' বলা হয়।

(৪৭) আমল সমূহের সওয়াব রসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে (বা অন্যান্য নেককার মৃত ব্যক্তিদের নামে) বখশে দেয়া। যাকে 'ইসালে সওয়াব' বলা হয়।

(৪৮) নেককার লোকদের কবরে গিয়ে দু'আ করলে তা কবুল হয়, এই ধারণা করা।

(৪৯) মৃত্যুর সাথে সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে বলে ধারণা করা।

(৫০) জানাযার সময় স্ত্রীর নিকট থেকে মোহরানা মাফ করিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা।

(৫১) ঐ সময় মৃতের কাযা সলাত সমূহের বা উমরী কাযার কাফফারা স্বরূপ টাকা আদায় করা।

(৫২) মৃত্যুর পরপরই ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে চাউল ও টাকা-পয়সা বিতরণ করা।

(৫৩) দাফনের পরে কবরস্থানে গবাদি-পশু যবহ করে গরীবদের মধ্যে গোশত বিতরণ করা।

(৫৪) লাশ কবরে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় তিনবার নামানো।

(৫৫) কবরে মাথার কাছে 'মক্কার মাটি' নামক আরবীতে 'আল্লাহ' লেখা মাটির ঢেলা রাখা।

(৫৬) মৃতের কপালে আতর দিয়ে 'আল্লাহ' লেখা।

(৫৭) কবরে মোমবাতি, আগরবাতি ইত্যাদি দেয়া।

(৫৮) মৃতের বিছানা ও খাট ইত্যাদি ৭দিন পর্যন্ত একইভাবে রাখা।

(৫৯) কবরে কাবা গৃহের কিংবা কোন পীরের কবরের গেলাফের অংশ কিংবা তাবীয লিখে দাফন করা এই ধারণায় যে, এগুলি তাকে কবর আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

(৬০) কবরের উপরে একটি বা চার কোণে চারটি কাঁচা খেজুরের ডাল পোতা বা কোন গাছ লাগানো এই ধারণা করে যে, এর প্রভাবে কবর আযাব হালকা হবে।

কুরবানীকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিদ'আত

১) রসূল ﷺ -এর নামে কুরবানী করা।
২) কুরবানীর সময় মুখে নিয়্যত উচ্চারণ করে পশু কুরবানী করা।
৩) কুরবানীর পশুর সামনে কে কে কুরবানী করছে তাদের নামের তালিকা পাঠ করা এবং নাম কম পড়লে সেখানে রসূল ﷺ নাম বসিয়ে দেয়া।
৪) কুরবানীর মাংস শুকিয়ে বা ফ্রিজে রেখে দিয়ে সওয়াবের কাজ মনে করে তা মহররম মাসে খাওয়া।

দু'আ, দুরূদ, খতম পড়ানো ও কুরআন তিলাওয়াত সংক্রান্ত বিদ'আত

১) দু'আ করার সময় একবার সূরা ফাতিহা, সাতবার ইসতিগ্‌ফার, তিনবার সূরা ইখলাস ও এগার বার দুরূদ পাঠ করে দু'আ শুরু করার নিয়ম করা।
২) বরকতের জন্য সবীনা খতম পড়ানো।
৩) দু'আ শেষ করে দুই হাত দিয়ে মুখ মুছা জরুরী মনে করা।
৪) ওয়াজ আল আখিরা কালামিনা লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ বলে দু'আ শেষ করতে হবে বলে মনে করা।
৫) খানা খাওয়ার পর দুই হাত তুলে দু'আ করতে হবে বলে মনে করা।
৬) বিপদ আপদ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দুরূদে তাজ পড়া, দুরূদে তুনাজ্জিনাহ পড়া, খতমে জালালী পড়া, খতমে ইউনুস পড়া, খতমে তাহলিল পড়া।
৭) মৃত্যু পথযাত্রীর মৃত্যু তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্য খতমে খাজেগান পড়া।
৮) সওয়াবের উদ্দেশ্যে দলাইলুল খাইরাত পাঠ করা।
৯) কুরআন চুমু খাওয়া, বুকে ও কপালে স্পর্শ করা।
১০) মহিলাদের কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা করা এবং পুরুষদের সম্মুখে উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করা।
১১) কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সর্বদা সভা-সমিতি আরম্ভ করাকে ইসলামের নিয়ম মনে করা।
১২) কুরআন তিলাওয়াত করে শেষে সাদাকাল্লাহুল আজীম বলা জরুরী মনে করা।
১৩) সম্মিলিতভাবে দু'আ করার সময় বলা ও মজলিসে যে তোমার প্রিয় বান্দা অথবা বে-গুনাহ মাসুম বাচ্চা আছে তাদের উসিলায় অথবা তুমি যে হাত পছন্দ কর তার উসিলায় আল্লাহ আমাদের দু'আ কবুল কর।
১৪) কুরআন তিলাওয়াত শোনার সময় হঠাৎ বিনা কারণে ঢুকরে কেঁদে ওঠা। অর্থ বুঝে কাঁদলে ঠিক আছে।

১৫) সূরা ইয়াসীন একবার পড়লে দশবার কুরআন খতমের সওয়াব পাওয়া যায় এবং সূরা ইয়াসীন 'গরম সূরা' বলে মনে করা।
১৬) খানার উপর বরকতের জন্য সূরা কুরাইশ পড়া।
১৭) দু'আ করার সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা জরুরী মনে করা।
১৮) নতুন চাঁদ দেখার পর হাত তুলে দু'আ করা।
১৯) মাইকে এক নাগাড়ে কুরআন খতম (সাবিনা খতম) করা।
২০) একাধিক লোক একসঙ্গে বসে শব্দ করে কুরআন খতম করা।
২১) খতমে ইউনুস।
২২) খতমে আম্বিআ।
২৩) মাজারে কুরআন পাঠ।
২৪) কারী ও হুজুর ভাড়া করে এনে খতম পড়ানো।

২৫) খতমে তারাবিহ্। অর্থাৎ তারাবিহর মাধ্যমে কুরআন খতম দিতেই হবে এটা মনে করা যাবে না, এবং প্রথম দিন থেকে এক মসজিদে তারাবিহ পড়া শুরু করলে কুরআন খতমের জন্য ঐ মসজিদেই পুরো রমাদান মাস সলাত আদায় করতে হবে এভাবে বাধ্য করে নেয়া যাবে না। তবে রমাদান মাসে কুরআন খতম দেয়া ভাল। আবার দ্রুত খতম দেয়ার জন্য এমনভাবে রেলগাড়ির মতো তিলাওয়াত করা যাবে না যাতে কেউ কিছুই বুঝতে পারে না।

সফর সংক্রান্ত প্রচলিত বিদ'আত

১) পীর ওলিদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্তে সফর করা।
২) সওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে কাবা শরীফ, মসজিদে নব্বী, মসজিদে আকসা ছাড়া অন্য কোথাও সফর করা।
৩) সওয়াবের আশায় মদিনার সাত মসজিদের যিয়ারত করা।
৪) নিজের পরিবার, প্রতিবেশী ও এলাকায় দাওয়াত না দিয়ে দূর-দূরান্তে দ্বীনের দাওয়াতী কাজে বের হওয়া।
৫) দ্বীনের দাওয়াতের কাজে সপ্তাহে একদিন, মাসে তিনদিন, বছরে ৪০ দিন, সারা জীবনে ১২০ দিন সময় নির্দিষ্ট করে চিল্লা লাগানো। *(আমি দাওয়াতী কাজে অবশ্যই বাইরে যেতে পারবো, কিন্তু দিন নির্দিষ্ট করা যাবে না, কারণ রসূল ﷺ বা সাহাবারা কখনো চিল্লা লাগান নাই)।*

পাক-নাপাক সংক্রান্ত বিদ'আত

১) ওযূ করার সময় গর্দান মসেহ করা।
২) ইস্‌তেন্‌জার পানির সাথে ঢিলা-কুলখ নেয়া ওয়াজীব মনে করা।

৩) প্রস্রাবের পর ঢিলা লাগিয়ে ৪০ কদম হাঁটা।
৪) ওযূতে প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় কতগুলো নির্দিষ্ট দু'আ পড়া।
৫) খাবার আগে ওযূ করলে দারিদ্র দূর হয় বলে মনে করা।
৬) নাপাক কাপড় সাত বার না ধুলে পাক হবে না মনে করা।

মাযহাব, দল, পীর-মুরীদি ও যিকর সংক্রান্ত বিদ'আত

১) চারটি মাযহাবের মধ্যে যে কোন একটি মাযহাব হুবহু মানা ফরয, ওয়াজিব অথবা সুন্নাত মনে করা।
২) মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন দল তৈরী করা।
৩) ইসলামের ইলমকে শরীয়ত, মারফত, হকিকত, তরিকত ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা।
৪) কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশিবন্দিয়া, মুজাদ্দেদীয়া ইত্যাদি তরিকায় ইবাদত করা।
৫) ইলমে তাসাউফ বলে নতুন জ্ঞানের চর্চা করা।
৬) পীর মুরীদি করা বিদ'আত এবং শিরক।।
৭) পীর মুরীদির সিলসিলা তরিকায় চলা ও ইবাদত করা।
৮) রাজতন্ত্রের ন্যায় বংশানুক্রমে পীরের ওয়ারিস হওয়া।
৯) পীরের নিকট বাইয়াত করা।
১০) পীর বা অন্য কোন ওলির নিকট তওবা করা।
১১) পীর-ওলি বা বুজুর্গানের নিকট বরকত হাসিল করার উদ্দেশ্যে তাদের শরীর, হাত-পা টিপে দেয়া।
১২) বরকতের উদ্দেশ্যে পীরের আধা-খাওয়া প্লেট থেকে খাবার খাওয়া।
১৩) বরকতের উদ্দেশ্যে পীরকে টাকা-পয়সা, গরু-ছাগল, চাল-ডাল, শাক-সব্জী ইত্যাদি দেয়া।
১৪) মা-বাবার খিদমত না করে পীরের খিদমত করা।
১৫) স্বপ্নে পাওয়া তরিকায় নফল ইবাদত করা।
১৬) ছয় লতিফার যিকর করা। শুধু আল্লাহ শব্দের যিকর করা।
১৭) শুধু ইল্লাল্লাহ শব্দের যিকর করা। অর্থাৎ আল্লাহ শব্দের সাথে তার গুণবাচক কোন নাম যোগ না করে যিকর করা।
১৮) মাফি কালবি গাইরুল্লাহ, লাইলাহাইল্লাল্লাহ নূর মুহাম্মাদ সাল্লল্লাহ বলে যিকর করা।
১৯) পীর-ওলিদের হুজুর কেবলা বলা, হুজুরে পাক বলা বা আব্বাহুজুর বলা।
২০) সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে যিকর করা।
২১) যিকর করতে করতে জবাই করা মুরগির মতো লাফ দেয়া।
২২) আল্লাহকে পাওয়ার জন্য জংগলে চলে যাওয়া।
২৩) পীর সাহেবের নামে দুরূদ পড়া এবং যিকর করা।

২৪) সলাত আদায়ের পরে পীর সাহেবের বানানো ওযীফা বা হাদিয়া ফরয বা সুন্নাত মনে করে পড়া।
২৫) পীরের গদ্দীনশীন হওয়া।
২৬) অলৌকিক ক্রিয়াকান্ড ঘটানো, এটা সর্ব প্রথমে শিরক এবং তার পরে বিদ'আত।
২৭) সালামের পরিবর্তে মুরুব্বীদের কদমবুসি বা পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা।
২৮) পীরকে কদমবুসি করা, আর কদমবুসি করার সময় মাথা নিচু হলে এটা শিরকে পরিণত হয়ে যাবে।
২৯) পীরকে গোসল করিয়ে সেই গোসলের পানি খাওয়া। তাছাড়া এই পানিকে অতি পবিত্র এবং শিফা মনে করা বিদ'আত ও শিরক।

হাজ্জ ও ওমরা সংক্রান্ত বিদ'আত

১) প্রত্যেক তাওয়াফে বা সায়ীতে নির্দিষ্ট দু'আ পড়া।
২) মক্কা-মদীনা, আরাফা, মুযদালিফা, ওহুদের ময়দান, বদরের ময়দান-এ ধরনের জায়গার মাটি, গাছ, পাথর ইত্যাদি সংগ্রহ করে বরকতস্বরূপ দেশে নিয়ে যাওয়া।
৩) হাজ্জ বা ওমরার সময় ছাড়া অন্য সময়ে মাথা কামানো সুন্নাত মনে করা।
৪) হাজ্জ করে নিজের নামের সাথে আলহাজ্জ উপাধি লাগানো।
৫) হাজ্জ, উমরাহ অথবা যিয়ারতে এসে মদীনা শরীফে ৮ দিনে ৪০ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা ওয়াজিব মনে করা বিদ'আত। (সহীহ হাদীসে এর সমর্থনে কোন দলিল নেই)
৬) হাজ্জ করতে হবে ঘরে বসেই আর তা হবে রূহানী জগতের মাধ্যমে, এই ধরনের বিশ্বাস থাকা।
৭) পীরের কলবের ভিতরেই আছে কাবা। তাই পীরের সেবা করলেই হাজ্জ হয়ে যাবে, এসব কথায় বিশ্বাস করা।
৮) ঢাকার টুঙ্গির বিশ্ব ইজতেমাকে দ্বিতীয় হাজ্জ বলা বা মনে করা এবং ইহরামের কাপড় পরে সেখানে উপস্থিত হওয়া।
৯) ঢাকার টুঙ্গির বিশ্ব ইজতেমাকে গরিবের হাজ্জ মনে করা। (বিদ'আত এবং শিরক)
১০) ওহুদ পাহাড়ের মাটি এনে তা শিফা হিসাবে ব্যবহার করা বিদ'আত ও শিরক।
১১) যমযম কূপের পানি এনে তা আবার পীরসাহেব বা হুজুর কেবলা দ্বারা পানির মধ্যে ফুঁ দিয়ে তা বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে দেয়া।
১২) পীর কেবলার অনুমতি না পেলে ফরয হাজ্জে যাওয়া যাবে না এই ধরনের আকিদা শিরক।
১৩) সওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে কাবা শরীফ, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসা ছাড়া অন্য কোথাও সফর করা।

১৪) অনেকে তাওয়াফ শেষের দুই রাকআত সলাত দীর্ঘ করেন। অতঃপর সলাত আদায় শেষে বসে দীর্ঘ মুনাজাতে লিপ্ত হন। এটি একেবারেই সুন্নত বিরোধী কাজ।

১৫) অনেকে মনে করেন মসজিদুল হারামে প্রবেশের পর প্রথমে দুই রাকআত তাহ্ইয়াতুল মসজিদ পড়ে তারপর তাওয়াফ করতে হবে। এটা ভুল। আগে তাওয়াফ করে তারপর দুই রাকআত নফল সলাত আদায় করবেন। এটাই তাহ্ইয়াতুল মসজিদের জন্য যথেষ্ট হবে।

১৬) অনেকে বিদায়ী তাওয়াফ শেষ করে ফেরার সময় কাবা ঘরের দিকে মুখ করে কবর পূজারীদের মত পিছন দিকে হেঁটে বের হন, এটা বিদ'আত।

১৭) বিভিন্ন নামে নামে তাওয়াফ করা। যেমন- মায়ের নামে, ছেলের নামে ইত্যাদি বিদ'আত।

১৮) মসজিদে নববীর খুঁটিকে 'হানড়বা খুঁটি' 'আয়িশা খুঁটি' ইত্যাদি মনে করে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করা ও এসব এর উসীলায় দু'আ করা বিদ'আত।

১৯) আলী মসজিদ, আবুবকর মসজিদ ইত্যাদিতে বরকত মনে করে সলাত আদায় করা বিদ'আত।

২০) ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহার কবুতর মনে করে গম ছিটানো বিদ'আত।

২১) বাকী কবরস্থানে যাদেরই কবর হবে তারা জান্নাতে যাবে, এধারণা বিদ'আত।

২২) হাজ্জের সাদা কাপড়গুলো জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে রেখে দেয়া এবং কবরের আজাব লাঘবের উদ্দেশ্যে কাফনের কাপড় হিসাবে ব্যবহার করা।

২৩) মদীনার বাকী কবরস্থানকে 'জান্নাতুল বাকী' বলা বিদ'আত।

অন্যান্য বিদ'আতসমূহ

১) কোন কাজ শুরু করার আগে বরকতের উদ্দেশ্যে ফাতিহা পাঠ করা।

২) আজানের পর দু'আ করার সময় হাত তুলে দু'আ করতে হবে মনে করা।

৩) রমাদানের সাতাশের রাতকে নির্দিষ্টভাবে লাইলাতুল কদরের রাত মনে করা এবং এই রাতে ওমরা করা।

৪) সওয়াবের উদ্দেশ্যে বই লিখে মা-বাবা অথবা প্রিয়জনের নামে উৎসর্গ করা।

৫) বরকত হাসিল করার জন্য শুধুমাত্র সহীহ বুখারীর হাদীস কুরআন তিলাওয়াতের মতো পাঠ করা।

৬) খাওয়ার সময় লবণ দিয়ে খাওয়া আরম্ভ করাকে সুন্নাত মনে করা।

৭) সাইরেন, ঢোল, গজলের সুরে সেহরী বা ইফতারের জন্য ডাকা সওয়াব মনে করা এবং চাঁদা নেয়া।

৮) সওয়াবের উদ্দেশ্যে তসবী ব্যবহার করা বা সর্বদা সওয়াবের উদ্দেশ্যে হাতে তসবী রাখা। (ক্যলকুলেটর হিসাবে তসবী ব্যবহার করা যেতে পারে)

৯) স্বপ্নের ফয়সালা মেনে নেয়া।

১০) মহররমের নামে তাজিয়া মিছিল বের করা ও মাতম করা ইত্যাদি।

১১) হাত তুলে মুনাজাত করার পর মুনাজাত শেষে দুই হাত মুখের মধ্যে ঘষা।

১২) কবরকে 'মাজার' বলা। যেমন ঃ পাগলা বাবার মাজার, লেংটা বাবার মাজার ইত্যাদি।

১৩) আল্লাহর নাম বা কুরআনের কোন আয়াত অংকে convert করা। যেমন ঃ ৭৮৬ বা 786.

১৪) যাহেরী ইলম ও বাতেনি ইলম, রূহানী ইলম ইত্যাদি প্রকারভেদসমুহ বিদ'আত।

১৫) আশুরার দিন সাতদানার শিরণী পাকান সওয়াবের কাজ মনে করা।

১৬) জন্ম বার্ষিকী বা Birthday পালন করা।

১৭) বিবাহ বার্ষিকী বা Marriageday পালন করা।

এ রকম যত নতুন নতুন পন্থা দ্বীনের মধ্যে যোগ করা হয়েছে এবং সওয়াবের কাজ মনে করা হচ্ছে তার সবই বিদ'আতের অন্তর্গত। কেননা এগুলোর স্বপক্ষে কুরআন এবং হাদীসের নির্দেশ নেই। একটু পরিষ্কার করে বললে বলা যায় যে দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ, এখানে কোন কিছু বাড়ানো বা কমানোর সুযোগ নেই। কেউ যদি এহেন কাজ করেন তাহলে সেটা আপাতদৃষ্টিতে যত ভাল বা সওয়াবের কাজই মনে হোক না কেন তা হবে বিদ'আতের আওতাভুক্ত। রসূল ﷺ দুনিয়া হতে বিদায় নেয়ার আগেই দ্বীন ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, "আজ আমি দ্বীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম। (সূরা মায়িদা ঃ ৩)"

'শবে বরাত' পালন করা বিদ'আত

'শবে বরাত' কোন আরবী শব্দ নয় এটা ফার্সি শব্দ। 'শব' অর্থ রজনী (রাত) এবং 'বরাত' অর্থ ভাগ্য। ইসলামী চাঁদের মাস শাবানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রিটি ভারতীয় উপমহাদেশে

শবে বরাত বলে পরিচিত। এ রাত্রিতে শবে বরাতের নামে যে সব কর্মকান্ড করা হচ্ছে তার ভিত্তি কুরআন হাদীস থেকে পাওয়া যায় না।

ইসলামী সন ৪০০ হিজরীর পূর্বেই সকল অগ্নিপূজকদের রাজ্যসমূহ মুসলিমদের দখলে এসে যায়। এরই মধ্যে 'বারামাকা' নামক এক শ্রেণীর অগ্নিপূজক প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু সত্যিকার অর্থে মনেপ্রাণে তারা অগ্নিপূজকই থেকে যায়। তাই এরা মুসলিমদের ছদ্মাবরণে অগ্নিপূজার এক নতুন পন্থা হিসেবে উদ্ভাবন করে শবে বরাত নামক বিদ'আতটি।

সলাতুর রাগায়েব নামে চালু করে একটি সলাত (নামায)। এই সলাত ১০০ রাকআত। এটাই শবে বরাতের সলাত বা নামায বলে খ্যাত। তারা এ সলাতের জন্য জাঁকজমকের সাথে মুসলিমদের লেবাসে মসজিদে হাজির হত, সাধারণ মুসলিমদের মত সলাত পড়তো, কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল অগ্নিপূজা।

এরা শবে বরাতে এই সলাতের জন্য মসজিদের ভিতরে ও বাইরে অসংখ্য আলো জ্বালাতো, সম্পূর্ণ মসজিদকে আলোতে ডুবিয়ে রেখে অগ্নিপূজার মন্দিরে পরিণত করতো। এভাবে আগুন দিয়ে গোটা মসজিদকে সাজিয়ে যখন সলাত আদায় করতো তখন তাদের চারদিকেই থাকতো আগুন। এই সলাত পড়ার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি নয় বরং আগুন পূজা ও আগুনকে সাজদাহ করানো। বারামাকা নামক সেই মুসলিম নামধারী ছদ্মবেশী অগ্নিপূজকদের ফাঁদে পা দিয়ে সরলমনা ও অশিক্ষিত মুসলিমরাও মসজিদে জমা হতো। আর এভাবেই তখন থেকে সওয়াবের কাজ মনে করে চলে আসছে শবে বরাত নামক বিদ'আত।

আমাদের দেশেও এই দিনে আলোকসজ্জা করা হয় এবং একটি বিদ'আতী কাজকে কত গুরুত্ব দিয়ে সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়, আর আমরা দেশবাসীও তা আনন্দের সাথে উদযাপন করি।

'মিলাদ ও ঈদে মিলাদুন্নবী' বিদ'আত

নাবী ﷺ এর সময়, খুলাফায়ে রাশেদীনদের সময় বা উমাইয়া খলিফাদের যুগে মিলাদ ও ঈদে মিলাদুন্নবী বলতে কিছু ছিল না। এর বীজ বপন করে আব্বাসীয় খলিফাদের যুগে জনৈক মহিলা। মদীনা শরীফে প্রিয় নাবী ﷺ এর কবর যিয়ারত করার ও সেখানে দু'আ করার যে ব্যবস্থা রয়েছে ঠিক সেভাবে আল্লাহর নাবী ﷺ মক্কায় যে ঘরে ভূমিষ্ট হয়েছিলেন সেই

ঘরটির যিয়ারত ও সেখানে দু'আ করার প্রথা সর্বপ্রথম চালু করেন বাদশাহ হারুনুর রশিদের মা খায়যুরান বিবি (মৃত্যু ১৭৩ হিজরী, ৭৮৯ খৃষ্টাব্দ)। পরবর্তীকালে ১২ই রবিউল আউয়ালকে আল্লাহর নাবী ﷺ -এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস ধরে নিয়ে তীর্থযাত্রীগণ ঐ ঘরে এসে দু'আ করা ছাড়াও বরকতের আশায় ভূমিষ্ট হওয়ার স্থানটি স্পর্শ ও চুম্বন করতো। এখানে ব্যক্তিগত যিয়ারত ছাড়াও একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হতো।

অতঃপর হিজরী চতুর্থ শতকে উবাইদ নামে এক ইয়াহুদী ইসলাম গ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয় উবাইদুল্লাহ। তিনি নিজেকে ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা)-র সম্ভ্রান্ত বংশধর বলে দাবী করেন এবং মাহদী উপাধি ধারণ করেন। এরই প্রপৌত্র (পৌত্রের ছেলে) মুয়িয লিদীনিল্লাহ ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের জন্মবার্ষিকীর অনুকরণে ছয় রকম জন্মবার্ষিকী ইসলামে আমদানী করেন। এবং মিশরের ফাতিমী শিয়া শাসকরা মুসলিমদের মধ্যে জন্মবার্ষিকী পালনের রীতি চালু করেন। এই ফাতিমী শিয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা আবূ মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ ইবনু মায়মূন প্রথমে ইয়াহুদী ছিলেন। কারো মতে তিনি ছিলেন অগ্নিপূজারী। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মিশরের ফিরাউন জন্মোৎসব পালন করতেন। তারপর ঐ রীতি খ্রীষ্টানদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। ফলে তারা তাদের নাবী ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মবার্ষিকী 'ক্রিসমাস ডে' পালন করতে থাকে।

মুসলিমদের মাঝে এই জন্মবার্ষিকী রীতি চালু হওয়ার একশ তিন বছর পর অর্থাৎ ৪৬৫ হিজরীতে আফজাল ইবনু আমীরুল জাইশ মিশরের ক্ষমতা দখল করে রসূল ﷺ, আলী (রাদিআল্লাহু আনহু), ফাতিমা (রাদিআল্লাহু আনহা), হাসান (রাদিআল্লাহু আনহু), হোসাইন (রাদিআল্লাহু আনহু)-এর নামে প্রচলিত ছয়টি জন্মবার্ষিকী পালনের রীতি বাতিল করে দেন। এরপর ত্রিশ বছর বন্ধ থাকার পর ফাতিমী শিয়া খলিফা আমির বি-আহকা-মিল্লাহ পুনরায় এই প্রথা চালু করেন।

মিলাদ মানে জন্মদিন, রসূল ﷺ তার জীবনে কোন দিন নিজের জন্মদিন পালন করেন নাই এবং তাঁর কোন আত্মীয়ের জন্মদিন পালন করেন নাই। রসূল ﷺ -এর মৃত্যুর পর চার খলিফা বা কোন সাহাবী তাঁর জন্মদিন পালন করেন নাই। কোন তাবেঈ, তাবেতাবেঈ বা ইমামগণ কোন দিন রসূল ﷺ -এর বা কোন সাহাবার জন্মদিন পালন করেন নাই। যদি এটা পূণ্যের কাজ হতো তাহলে অবশ্যই তাঁরা এটা পালন করতেন কারণ আমাদের চাইতে তাঁরা অনেক বেশী তাকওয়াবান ছিলেন। তাই পুণ্যের কাজ মনে করে মিলাদ ও ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা সুস্পষ্ট বিদ'আত এবং মারাত্মক গুনাহের কাজ। ইসলামে যে সকল সুস্পষ্ট ফরয কাজ রয়েছে সেগুলোইতো আমরা ঠিক মতো পালন করছি না তার উপর কেন একটা বিদ'আতী কাজকে এতো গুরুত্ব দিচ্ছি!

মিলাদের মধ্যে রসূল ﷺ -এর উপস্থিতি ঃ মিলাদের মধ্যে একসময় দাঁড়িয়ে 'ইয়া নাবী সালামালাইকা' সুর করে পড়া হয়, এর কারণ তখন মনে করা হয় যে রসূল ﷺ রূহানীভাবে ঐ মিলাদের অনুষ্ঠানে

উপস্থিত হয়েছেন, আর সেই কারণেই তাঁর সম্মানে দাঁড়ানো হয় (নাউযুবিল্লাহ) । আবার অনেক জায়গায় মিলাদের মধ্যে একটা খালি চেয়ারও রাখা হয়, যার কারণ হচ্ছে মিলাদ পড়তে পড়তে এক সময় রসূল ﷺ সেখানে উপস্থিত হবেন এবং সেই চেয়ারে তিনি বসবেন (নাউযুবিল্লাহ) ।

মিলাদ মানে জন্মদিন । আমাদের দেশে আমরা কারো জন্ম হলেও জন্মদিন পালন করি, আবার মৃত্যু হলেও জন্মদিন পালন করি অর্থাৎ মিলাদ পড়াই । আবার নতুন দোকান উদ্বোধন করতেও জন্মদিন পালন করি আবার নতুন চাকুরী হলে বা প্রমোশন হলেও জন্মদিন পালন করি ।

মুখে উচ্চারণ করে সলাতের নিয়্যত করা বিদ'আত

নাউয়াইতুয়ান ওসাল্লিয়া লিল্লাহি রাকাতাই সালাতিল ..... ইত্যাদি বলে মুখে উচ্চারণ করে সলাতের জন্য যে নিয়্যত করি তা কোন সহীহ হাদীসে নেই । রসূল ﷺ বা সাহাবারা মুখে উচ্চারণ করে এভাবে কখনোই নিয়্যত করেন নাই । এখন প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে কি আমরা নিয়্যত ছাড়াই সলাত আদায় করব? অবশ্যই না, নিয়্যত হচ্ছে সলাতের পূর্বশর্ত । আমি যখন যে সলাতের জন্য মসজিদের দিকে যাচ্ছি বা সলাতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি বা জায়নামাযে সলাতের জন্য দাঁড়াচ্ছি, তখন ঐ সলাতের নিয়্যত (বা ইচ্ছা) আমার মনের মধ্যে বা অন্তরে (অর্থাৎ ব্রেইনে) অবশ্যই থাকতে হবে । যেমন আমি যখন ফজর সলাতের জন্য দাঁড়াচ্ছি তখন আমার মনের মধ্যে যেন মাগরিবের সলাতের চিন্তা না থাকে । আবার ফরয সলাতের সময় যেন নফল সলাতের চিন্তা না আসে ।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১) প্রশ্ন ঃ

ক) রসূল ﷺ-কে কেন্দ্র করে যে সব বিদ'আত সংগঠিত হয় তা সংক্ষেপে লিখ ।
খ) সলাতকে কেন্দ্রকে যে বিদ'আত হয় তা উল্লেখ কর ।
গ) মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে যে সব বিদ'আত কাজ হয় তা লিখ ।
ঘ) কুরবানীকে কেন্দ্র করে যে সব বিদ'আত কাজ সংগঠিত হয় তা লিখ ।
ঙ) হাজ্জ ও ওমরা সংক্রান্ত বিদ'আতগুলো সংক্ষেপে লিখ ।
চ) শবে বরাত পালন করা কি? তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর ।
ছ) ঈদে মিলাদুন্নবী প্রসঙ্গে সংক্ষেপে লেখ ।
জ) মিলাদ করা কি ঠিক? এ সম্পর্কে লিখ ।
ঝ) দু'আ, দুরূদ, খতম পড়ানো ও কুরআন তিলাওয়াত সংক্রান্ত বিদ'আতসমূহ সংক্ষেপে লিখ ।

২) বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

ক) সবর্দা কোন নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট দিনে রসূল ﷺ -এর কবর যিয়ারত করা কি?
i) সওয়াব ii) বিদ'আত iii) করলে গুনাহ নাই iv) কোনটাই না
খ) সওয়াবের আশায় কোন কোন দিবস পালন করা বিদ'আত?
i) শবে বরাত ii) মিলাদ iii) ঈদে মিলাদুন্নবী iv) সবগুলোই
গ) জায়নামাযে দাঁড়িয়ে জায়নামাযের দু'আ পাঠ করা কী?
i) ফরয ii) সুন্নাত iii) ওয়াজিব iv) বিদ'আত
ঘ) মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কুলখানি, চল্লিশা অথবা চেহলাম করা কী?
i) সওয়াব ii) ফরয iii) বিদ'আত iv) করলে গুনাহ নাই
ঙ) সূরা ইয়াসীন একবার পড়লে দশবার কুরআন খতমের সওয়াব পাওয়া যায় মনে করা কী ।
i) ভাল ii) মনে করলে গুনাহ্ নাই iii) i) ও ii) উভয়ই iv) বিদ'আত
চ) ঢাকার টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমাকে গরিবের হাজ্জ মনে করা কী?
i) সুন্নাত ii) বিদ'আত iii) শিরক iv) খ ও গ উভয়ই
ছ) বাকী কবরস্থানে যাদেরই কবর হবে তারা জান্নাতে যাবে মনে করা কী?
i) বিদ'আত ii) শিরক iii) ক ও খ উভয়ই iv) কোনটাই না
জ) রমাদানের সাতাশের রাতকে নির্দিষ্টভাবে লাইলাতুল কদরের রাত মনে করা কী?
i) সওয়াব ii) বিদ'আত iii) করলে গুনাহ্ নাই iv) কোনটাই না
ঝ) শবে বরাত কোন শব্দ থেকে এসেছে? i) আরবী ii) তুর্কি iii) ফারসী iv) কোনটাই না
ঞ) মুখে উচ্চারণ করে সলাতের নিয়্যত করা কী? i) ফরয ii) সুন্নাত iii) বিদ'আত iv) ওয়াজিব

৩) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) রসূল ﷺ মৃত্যুবরণ করেন নি এমন ধারনা পোষণ করা _____ ।
খ) রসূল ﷺ এর কবরে গিয়ে উচ্চস্বরে _____ দেয়া বিদ'আত ।

গ) জানাযা সলাতের শেষে হাত তুলে _____ করা বিদ'আত ।

ঘ) _____ আশায় বিভিন্ন দিবস পালন করা বিদ'আত ।

ঙ) মৃত ব্যক্তিকে সামনে নিয়ে _____ তিলাওয়াত করা বিদ'আত ।

চ) কবর উঁচু করা, বাঁধানো এবং কবরকে সুন্দর করা _____ ।

ছ) রসূল ﷺ সাহাবারা কখনও _____ লাগান নাই ।

জ) প্রস্রাবের পর ঢিলা লাগিয়ে _____ কদম হাঁটা বিদ'আত ।

ঝ) হাজ্জ বা ওমরার সময় ছাড়া অন্য সময়ে মাথা কামানে _____ মনে করা বিদ'আত ।

ঞ) জন্ম বার্ষিকী বা বিবাহ বার্ষিকী পালন করা _____ ।

৪) সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) রসূল ﷺ -এর কবরের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করা সওয়াব ।

খ) পুরুষ এবং মহিলাদের সলাতের পদ্ধতি আলাদা করা বিদ'আত ।

গ) মৃত ব্যক্তির উপর সূরা ইয়াসীন পাঠ করলে তার আত্মা শান্তি পায় ।

ঘ) নির্দিষ্টভাবে শুধু ঈদের দিনে অথবা প্রত্যেক জুমার দিনে কবর যিয়ারত করলে বেশী সওয়াব পাওয়া যায় ।

ঙ) জানাযার সময় স্ত্রীর নিকট থেকে মোহরানা মাফ করিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা বিদ'আত ।

চ) রসূল ﷺ -এর নামে কুরবানী করা বিদ'আত ।

ছ) মা বাবার খিদমত না করে পীরের খিদমত করলে বেশী সওয়াব পাওয়া যায় ।

জ) সওয়াবের আশায় মদিনা সাত মসজিদে যিয়ারত করা বিদ'আত ।

ঝ) ওহুদ পাহাড়ের মাটি এনে তা শিফা হিসাবে ব্যবহার করা বিদ'আত ও শিরক ।

ঞ) আল্লাহ্‌র নাম বা কুরআনের কোন আয়াত অংকে Convert করা বিদ'আত ।

ট) মিলাদ, শবেবরাত এবং ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা সুস্পষ্ট বিদ'আত এবং মারাত্মক গুনাহ্‌র কাজ ।

ঠ) মুখে উচ্চারণ করে সলাতের নিয়্যত করা সুন্নাত ।

৫) বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) মসজিদে নববীর সবুজ গম্বুজ দেখা মাত্রই দুরূদ ও সালাম পাঠ করা	ক) দিন নির্দিষ্ট করে যাওয়া যাবে না ।
খ) মৃত লোকদের নিকট সাহায্য চাওয়া	খ) বিদ'আত ।
গ) আমি দাওয়াতী কাজে অবশ্যই যেতে পারবো	গ) বিদ'আত ও শিরক ।
ঘ) বারামাকা নামক এক শ্রেণীর আগ্নিপূজঁক প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু	ঘ) এটাই শবে বরাতের সলাত বলে খ্যাত ।
ঙ) সলাতুর বাগায়ের নামে চালু করে একটি সলাত । এই সলাত ১০০ রাকআত	ঙ) সত্যিকার অর্থে মনে প্রানে তারা অগ্নিপূঁজকই থেকে যায় ।
চ) মিলাদ মানে জন্মদিন রসূল ﷺ তার জীবনে কোনদিন	চ) কোন জাল হাদীসে ও নেই ।
ছ) সলাতের জন্য যে মুখে উচ্চারণ করে যে নিয়্যত করি তা কোন সহীহ্ হাদীস তো দূরের কথা	ছ) নিয়্যত করেন নাই ।
জ) রসূল ﷺ বা সাহাবারা মুখে উচ্চারণ করে কখনো	জ) জন্মদিন পালন করেন নাই ।

উমরী কাযা সলাত বলতে কিছু নেই

কুরআন ও সুন্নায় উমরী কাযা বলতে কিছু নেই। রসূল ﷺ কোন দিন উমরী কাযা সলাত আদায় করেননি, যদি করতেন তাহলে তা অবশ্যই সহীহ হাদীসগুলোতে তার প্রমাণ পাওয়া যেতো। ফরয সলাত ছেড়ে দেয়ার তো কোন way-ই নেই তার উপর আবার উমরী কাযা কোথা থেকে আসবে?

- মু'মিন ও কাফির-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সলাত পরিত্যাগ করা। (সহীহ্ মুসলিম)
- আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মাঝে চুক্তি হচ্ছে সলাতের। অতএব যে ব্যক্তি সলাত ত্যাগ করল সে কুফরী করল। (আবু দাউদ, আহম্মদ, তিরমিজি, নাসায়ী)

দলিল

রসূল ﷺ -এর জীবনীতে দেখা যায় যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে যখন সলাতের ওয়াক্ত হয়েছে তখন সাহাবীদেরকে দুই গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে, একদল যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন এবং অপর দল জামাতে সলাত আদায় করেছেন। যদি ফরয সলাত কাযা পড়ার হুকুমই থাকতো তাহলে তারা ঐ যুদ্ধের ময়দানে সলাত না আদায় করে পরে এক সময় আদায় করে নিতে পারতেন। আবার দেখা গেছে যে রসূল ﷺ উটের পিঠে চড়ে কোথাও যাচ্ছেন পথিমধ্যে সলাতের ওয়াক্ত হয়েছে এবং উটের পিঠ থেকে নামার কোন উপায় নেই তখন তিনি ঐ অবস্থায়ই সলাত আদায় করে নিয়েছেন। যদি ফরযের ক্ষেত্রে কাযা সলাতের হুকুম থাকতো তাহলে তিনি গন্তব্যে পৌঁছেই কাযা সলাত আদায় করে নিতে পারতেন, অতো কষ্ট করে উটের পিঠে সলাত আদায় করতেন না। আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমরা সহীহ মুসলিম এর সলাতের অধ্যায় দেখতে পারি।

তাই কোন অবস্থাই ফরয সলাতের কোন প্রকার কাযা নেই। হয় আমাকে সময়ের মধ্যে সলাত আদায় করে নিতে হবে অথবা সলাত মাফ অর্থাৎ সলাত আদায় করতে হবে না। তিন অবস্থায় সলাত মাফ অর্থাৎ সলাত আদায় করতে হবে না এবং এর কোন কাফ্ফারাও নাই। ১) পাগল হয়ে গেলে ২) অজ্ঞান অবস্থায় থাকলে এবং ৩) মহিলাদের পিরিয়ড চলাকালীন সময়ে। এর বাইরে প্রতিটি মুসলিমের সকল সময়ে সলাত আদায় করতে হবে যখন থেকে তার উপর সলাত ফরয হয়েছে।

অনিচ্ছাকৃত ভুল

আমরা জানলাম যে ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত ছাড়ার কোন উপায় নেই, এই বলে যে, এই সলাতটা পরে আদায় করে নিব, তা হবে না। যদি এমন হয় যে আমার অজান্তে কোন এক ওয়াক্ত সলাতের সময় পার হয়ে গেছে এবং আমি খেয়ালই করেননি যে কখন যে সময় চলে গেছে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে ছাড়িনি তখন আমি কী করবো? আমার এই ভুলের জন্য আমি অবশ্যই আল্লাহর কাজে স্পেশাল ক্ষমা চাইবো

এবং যখনই মনে হবে যে আমার ওয়াক্ত পার হয়ে গেছে ঐ মুহূর্তেই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সলাতটা আদায় করে নিতে হবে। যেমন আমি হঠাৎ একদিন ফজরে ঘুম থেকে উঠতে পারলাম না, জেগে দেখলাম সূর্য উঠে গেছে তখন সাথে সাথে ঐ মুহূর্তেই ওযূ করে ফজরের সলাত আদায় করে নিতে হবে এবং আল্লাহর কাছে অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। তবে এই ধরনের ভুল মাঝে মধ্যে করা যাবে না বা প্র্যাক্টিসে নিয়ে আসা যাবে না। এই ধরনের ভুল যেন আর না হয় সেদিকে সতর্ক হতে হবে। কারণ আমার অন্তরের নিয়্যত কিন্তু মহান আল্লাহ জানেন।

যদি সহীহ মুসলিমের সলাতের অধ্যায় দেখি তাহলে দেখা যায় যে রসূল ﷺ এর জীবনেও একবার এরকম অনিচ্ছাকৃত ঘটনা ঘটেছিল। তিনি একদিন ফজরে উঠতে পারেননি এবং উঠে দেখেন সূর্য উঠে গেছে অর্থাৎ তিনি যাকে ফজরে ঘুম থেকে সবাইকে ডেকে তুলার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনিও হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং সময় মতো সবাইকে জাগাতে পারেননি। সূর্য উদয়ের পরে যখন রসূল ﷺ জেগেছেন তখন তিনি ﷺ ২ রাকআত সুন্নাহ এবং দুই রাকআত ফরয সলাত আদায় করে নিয়েছিলেন।

ভুল ধারণার অবসান

আমাদের দেশে একটা ভুল নিয়ম প্রচলন আছে আর তা হচ্ছে উমরী কাযা। অর্থাৎ সারা জীবনে যে সকল সলাত আদায় করা হয়নি তা এক সাথে আদায় করে ফেলা বা মক্কা-মদীনায় গিয়ে আদায় করা। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। উমরী কাজা বলতে কুরআন ও সুন্নায় কিছু নেই। আমি আমার জীবনে ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কোন সলাত না আদায় করে থাকি বা কোন কবীরা গুনাহ করে থাকি তাহলে তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। উমরী কাযা বলে কোন বিদ'আত চালু করা যাবে না অর্থাৎ একটা ভুল সংশোধন করতে গিয়ে আরেকটা নতুন ভুলের জন্ম দেয়া যাবে না। আরো বিস্তারিত জানার জন্য ইন্টারনেটে দেখি Youtube: Motiur Rahman Madani.

প্রত্যেক সলাত শেষে ইমামের নেতৃত্বে হাত তুলে মুনাজাত করা বিদ'আত

'মুনাজাতুন' অর্থ কানে কানে কথা বলা বা গোপনে কথা বলা। ফরয সলাতের পর সালাম ফিরানোর পর পরই ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত এবং ইমাম সাহেবের সাথে স্বর মিলিয়ে আমিন আমিন বলা, এবং মুনাজাত করতেই হবে এটা জরুরী মনে করা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত। এটা বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দেখা যায় না। কারণ রসূল ﷺ ফরয সলাতের পর এই

ধরনের কাজ করেননি। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে পাওয়া যায় যে, রসূল ﷺ একবার হাত তুলে বৃষ্টির জন্য দু'আ করেছিলেন।

এখন আমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে যে তাহলে কি আমরা মুনাজাত করব না? হ্যাঁ, মুনাজাত আমরা অবশ্যই করতে পারি, তবে ঐভাবে না। আমাদের যা যা ইচ্ছা আমরা একা একা মুনাজাত করে মহান আল্লাহর কাছে চাইতে পারি। তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে মুনাজাতটা সলাতের কোন অংশ নয়, এটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ইমাম সাহেবও একা একা মুনাজাত করে আল্লাহর কাছে চাইতে পারেন। শুধু মুনাজাতের মধ্যে কেন? আমি আল্লাহর কাছে সাজদার মধ্যে, দুই সাজদার মাঝে, শেষ বৈঠকে, রুকু থেকে উঠার পরেও আল্লাহর কাছে চাইতে পারি। আসলে গোটা সলাতটাই তো দু'আ, অর্থাৎ আমি যদি অর্থ বুঝে সলাত আদায় করি তাহলে দেখা যায় যে সলাতের প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যা যা পড়ছি তা সবই আমাদের নিজেদের ভালোর জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ (প্রার্থনা)।

কোন্ কোন্ স্থানে একাকী হাত তুলে দু'আ করা যাবে না

- ফরয সলাতের পর সালাম ফিরানোর পর পরই ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা যাবে না;
- জানাজার সলাতের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা যাবে না।
- কোন সভা-সমিতি, মাহফিল বা প্রোগ্রাম শেষে হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা যাবে না।
- বিবাহের পর হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা যাবে না।

কোন্ কোন্ স্থানে হাত তুলে দু'আ করা যেতে পারে

নিম্নের এই সকল স্থানগুলোতে একাকী দুই হাত তুলে দু'আ করা যেতে পারে।

- সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে উঠে হাত তুলে দু'আ করা যায়; (আবু দাউদ)
- জমজমের পানি পান করার পর হাত তুলে দু'আ করা যেতে পারে;
- আরাফার মাঠে হাত তুলে দু'আ করা যেতে পারে;
- মুজদালিফার মাঠে হাত তুলে দু'আ করা যেতে পারে;
- জামারায় পাথর নিক্ষেপের পর হাত তুলে দু'আ করা যেতে পারে;
- ছেলেমেয়ের জন্য হাত তুলে দু'আ করা যেতে পারে;
- কবরস্থানে গিয়ে হাত তুলে দু'আ করা যেতে পারে;

রসূল ﷺ সালাম ফিরানোর পর কী করতেন?

১) রসূল ﷺ সালাম ফিরিয়েই উচ্চস্বরে একবার বলতেন "আল্লাহু আকবার, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ ।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

২) তারপর তিনি বলতেন "আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারক্তা ইয়া যাল্জালালি ওয়াল ইক্রাম ।" (সহীহ মুসলিম)

৩) রসূল ﷺ সালামের পর আরো পড়তেন "৩৩ বার সুব্হানাল্লাহ, ৩৩ বার আল্হামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আক্বার ও একবার "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া'আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীর ।" (অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই । তিনি এক ও একক । তাঁর কোন শরীক (অংশীদার) নেই । মহাবিশ্বের কর্তৃত্ব কেবল তাঁর । সমস্ত প্রশংসা তাঁর । সর্বশক্তিমান তিনি ।) [তিরমিযী]

৪) একবার আয়াতুল কুরসী ।

৫) একবার করে সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস । (শুধু ফযর ও মাগরিবের সলাতের পর তিন বার করে)

মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয়

ইসালে ছাওয়াব কী? ঃ'ইসালে ছাওয়াব' ফারসী শব্দ । আরবীতে হবে 'ঈসালুস সওয়াব' । আভিধানিক অর্থ সওয়াব পৌঁছে দেয়া । অনেকে বলে থাকেন 'সওয়াব রেসানী' বা 'সওয়াব বখশে দেয়া' অর্থাৎ পুণ্য বা সওয়াব প্রেরণ করা (ইসালে ছাওয়াব হল, মৃত ব্যক্তির কল্যাণের জন্য কোন নেক আমল [সৎকর্ম] বা ইবাদত-বন্দেগী করে তা উক্ত ব্যক্তির জন্য উৎসর্গ করা) ।

ইসালে সওয়াবের প্রচলিত পদ্ধতিসমূহ ঃ যে প্রিয়জন আমাদের ছেড়ে পরপারে চলে গেছেন, আমরা সকলেই তার জন্য এমন কিছু করতে চাই যা হবে তার জন্য কল্যাণকর ও শুভ পরিণতির বাহক । তাদের আত্মার কাছে উপহার হিসেবে পৌঁছে যাবে সে কাজের প্রতিফল; ফলে আল্লাহ তাদের ইহকালিন পাপ মোচন করে সুখে রাখবেন তাদেরকে, ভরিয়ে দিবেন নানা সমৃদ্ধিতে । এ উদ্দেশ্যে কিছু সৎকর্ম ও ইবাদত-বন্দেগী করে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে নিবেদন করতে আমাদের আগ্রহের কমতি নেই । এ মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতে আমাদের বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের লোকেরা নিজেদের বিশ্বাস, প্রথা, রেওয়াজ অনুসারে বিভিন্ন ধরনের কাজ বা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন যা ইসলাম সম্মত নয় । নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো,

১) কুলখানি
২) ফাতিহা পাঠ
৩) চেহলাম বা চল্লিশা
৪) মাটিয়াল
৫) মীলাদ
৬) খতমে তাহলীল
৭) কুরআন খতম বা কুরআনখানি
৮) কাঙ্গালীভোজ
৯) ওরস
১০) ইসালে সওয়াব মাহফিল
১১) উরসে-কুল
১২) এক মিনিট নীরবতা পালন
১৩) কবরে ও কফিনে ফুল দেয়া বা পুষ্পস্তবক অর্পণ
১৪) মৃত ব্যক্তির জায়নামায ও পোশাক দান করা
১৫) মৃতদেহ ও কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত
১৬) জানাযা সলাত শেষে সম্মিলিতভাবে দু'আ-মুনাজাত
১৭) মৃত্যু-দিবস পালন।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে মৃত ব্যক্তির কল্যাণে কোন কিছু করার আছে কি-না?

অবশ্যই আছে। আল্লাহর রসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় তাঁর অনেক প্রিয়জন, আপনজন ইন্তিকাল করেছেন। ইন্তিকাল করেছেন প্রিয়তমা সহধর্মিণী খাদিজা (রাদিআল্লাহু আনহা), মেয়ে রুকাইয়া (রাদিআল্লাহু আনহা), ছেলে কাসেম, তাইয়েব, ইবরাহীম। প্রিয়তম চাচা হামযা (রাদিআল্লাহু আনহু) তাঁর প্রিয় আরো বহু সহচর। কিন্তু তিনি কখনো তাদের কারো জন্য এ ধরনের অনুষ্ঠান করেননি। রসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তিকাল হল। তাঁর সাহাবায়ে কেরাম শোকে দিশেহারা হলেন। ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন। কিন্তু তারা কি কেউ রসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইসালে সওয়াবের জন্য কোন অনুষ্ঠান করেছেন? সাহাবায়ে কেরাম (রাদিআল্লাহু আনহু)-এর যুগে খলীফাতুল মুসলিমীন আবু বকর (রাদিআল্লাহু আনহু) ইন্তিকাল করলেন। উমর (রাদিআল্লাহু আনহু), উসমান (রাদিআল্লাহু আনহু), আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) শহীদ হলেন। তারা কি তাদের জন্য এ ধরনের কোন অনুষ্ঠান করেছেন? করেননি কখনো। তাই কোন রকম দ্বিধা ছাড়া বলা যায় যে, আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর সাহাবায়ে কেরাম, তাদের পরবর্তীকালের তাবেইন ও ইমামগণ কেউই

কারো জন্যে কুলখানী, ফাতিহা পাঠ, চেহলাম, মাটিয়ালভোজ, মীলাদ, খতমে তাহলীল, কুরআন খতম, কাঙ্গালী ভোজ, ওরস, ইসালে সওয়াব মাহফিল, উরসে কুল, কবরের কাছে কুরআন পাঠ, মৃত্যু-দিবস পালন, কবরে ও কফিনে ফুল দেয়া, এক মিনিট নীরবতা পালন, জানাযার সলাতের পর মুনাজাত-- কোনটিই করেননি।

তিনি বহুবার তার প্রিয়জনদের কবর যিয়ারত করেছেন। কবর যিয়ারত করতে গিয়ে তিনি কী বলেছেন, কী কী দু'আ পড়েছেন তা হাদীসে সংরক্ষিত আছে। তিনি তো কখনো কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করেননি। কাউকে করতেও নির্দেশ দেননি। সাহাবায়ে কেরাম তারা কারো কবর যিয়ারত করতে গিয়ে কবরের কাছে কুরআন পাঠ করেছেন এমন কোন প্রমাণ নেই। এগুলো বিদ'আত।

অনেকে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ-মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে তার ঘরে একত্রিত হয়ে দু'আ-অনুষ্ঠান করে থাকেন। মনে করেন এতে অসুবিধা নেই। আমরা তো মীলাদ পড়ছিনা। কিন্তু ইসলামী শরীয়তে এর বৈধতা কতটুকু তা কি ভেবে দেখেছি কি?

সাহাবী জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, মৃত ব্যক্তির দাফন করার পর তার পরিবারের কাছে জমায়েত হওয়া ও খানা-পিনার ব্যবস্থা করাকে আমরা জাহিলী যুগের নিয়াহা হিসেবে গণ্য করতাম। (আহমদ)

নিয়াহা হল ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশে আনুষ্ঠানিক কান্নাকাটির আয়োজন করা। জাহেলী যুগে এ প্রথা চালু ছিল। ইসলাম এটাকে নিষিদ্ধ করেছে। সাহাবী জরীর (রাদিআল্লাহু আনহু)-এর প্রতিনিধি দল যখন উমর (রাদিআল্লাহু আনহু)-এর কাছে আসল, তখন উমর (রাদিআল্লাহু আনহু) তাদের প্রশ্ন করলেন,

তোমরা কি তোমাদের মৃতদের জন্য নিয়াহা কর? তারা বলল, না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি মৃত ব্যক্তির কাছে একত্র হয়ে থাকো এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকো? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ এটাইতো নিয়াহা। অতএব মৃত ব্যক্তির জন্য এমন কোন অনুষ্ঠান করা ঠিক নয় যা হাদীসে রসূল দ্বারা প্রমাণিত নয়। এগুলো সবই বিদ'আতের মধ্যে গণ্য হবে।

ইসালে সওয়াবের জন্য কী করা যেতে পারে?

কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের সাথে ভাল সম্পর্ক না থাকার কারণে অনেকেই সঠিক দিক-নির্দেশনা পায় না, তাই হয়ে পড়ে বিভ্রান্ত। ফলে, সে কল্যাণকর মনে করে এমন কিছু করে, যা মৃত ব্যক্তির জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না। এমন কাজ করে, যা কুরআন বা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং, তার কাজগুলো বিদ'আত ও সুন্নাহ পরিপন্থী হওয়ার কারণে গুনাহ হয়। ভাবতে গিয়ে অবাক না হয়ে পারা যায় না যখন

দেখা যায় যে, হাদীসে রসূলে এ সম্পর্কে স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা আছে তা পাশ কাটিয়ে প্রচলিত কুসংস্কার তথা বিদ'আতের আশ্রয় নেয়া হয়। এমন কাজ করা হয়, যা কোনভাবেই মৃত ব্যক্তির কল্যাণে আসে না; এবং এগুলো যে মৃত ব্যক্তির জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনে, তার সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই। তাই দেখা যাক এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কী নির্দেশনা রয়েছে।

১) মৃত ব্যক্তিদের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

"যারা তাঁদের পরে এসেছে তারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ও আমাদের যে সকল ভাই পূর্বে ঈমান গ্রহণ করেছে তাদের ক্ষমা কর।" (সূরা হাশর ঃ ১০)

এ আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন যে সকল মুসলিম দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, তাদের মাগফিরাতের জন্য প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন। তাই মৃত ব্যক্তিদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। যদি এটা তাঁদের জন্য কল্যাণকর না হত, তবে আল্লাহ তা করতে আমাদের উৎসাহিত করতেন না। এমনিভাবে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন মৃত ব্যক্তিদের জন্য দু'আ-প্রার্থনা করার কথা কুরআনের একাধিক আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

বনু সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর এমন কোন কল্যাণমূলক কাজ আছে যা করলে পিতা-মাতার উপকার হবে? আল্লাহর রসূল ﷺ উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, আছে। তা হলো, তাদের উভয়ের জন্য আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করা। উভয়ের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করা। তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করা। তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সু-সম্পর্ক রাখা ও তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি কাজের ফল সে পেতে থাকে।

ক) সদাকায়ে জারিয়াহ (এমন দান যা থেকে মানুষ অব্যাহতভাবে উপকৃত হয়ে থাকে)
খ) মানুষের উপকারে আসে এমন ইলম বা বিদ্যা;
গ) সৎ সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে। (সহীহ মুসলিম ও নাসায়ী)

অর্থাৎ সন্তান যদি সৎ হয় ও পিতা-মাতার জন্য দু'আ করে তবে তার ফল মৃত পিতা-মাতা পেয়ে থাকেন।

২) মৃত ব্যক্তির জন্য দান-সদাকাহ ও জনকল্যাণমূলক কাজ করা

আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল যে, আমার মা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন, কোন কিছু দান করে যেতে পারেননি। আমার মনে হয় যদি তিনি কথা বলতে পারতেন তবে কিছু সদাকা করার নির্দেশ দিতেন। আমি যদি তার পক্ষে সদাকা করি তাহলে তিনি কি তা দিয়ে উপকৃত হবেন? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

সাহাবী সা'দ বিন উবাদাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমার মা ইন্তিকাল করেছেন। কী ধরনের দান-সদাকা তার জন্য বেশি উপকারী হবে? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন ঃ 'পানির ব্যবস্থা কর'। অতঃপর তিনি (সা'দ) একটা পানির কূপ খনন করে তার মায়ের নামে (জন সাধারণের জন্য) উৎসর্গ করলেন। (নাসায়ী)

ইবনে আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছে। যদি আমি তার পক্ষে সদাকাহ (দান) করি তাহলে এতে তার কোন উপকার হবে? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। এরপর লোকটি বলল, আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি আমি আমার একটি ফসলের ক্ষেত তার পক্ষ থেকে সদাকাহ করে দিলাম। (নাসায়ী)

৩) মৃতদের পক্ষ থেকে তাদের অনাদায়ি হাজ্জ উমরা, রোযা আদায় করা

বহু সংখ্যক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মৃত ব্যক্তির অনাদায়ি হাজ্জ, উমরা, রোযা-- ইত্যাদি আদায় করা হলে তা মৃতের পক্ষ হতে আদায় হয়ে যায়। যেমন তাদের পক্ষ থেকে তাদের পাওনা আদায় করলে তা আদায় হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম)

উল্লেখিত হাদীসসমূহে মৃত ব্যক্তির জন্য করণীয় সম্পর্কে যে দিক-নির্দেশনা আমরা পেলাম তা হল মৃত ব্যক্তির জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দু'আ করা। কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। তাদের ইসালে সওয়াবের জন্য অধিকতর স্থায়ী জনকল্যাণমূলক কোন কাজ করা। যেমন মানুষের কল্যাণার্থে নলকূপ, খাল-পুকুর খনন, বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ, মাদরাসা-মসজিদ, পাঠাগার নির্মাণ। দ্বীনি বই-পুস্তক দান, গরিব-দুঃখী, অভাবী, সম্বলহীনদের দান-সদাকা করা। মসজিদ, মাদরাসা, ইসলামী প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা হয়-- এমন সদাকা বা দান। মৃত মাতা-পিতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সু-সম্পর্ক রাখা। তাদের রেখে যাওয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করা।

আমাদের বিদায়ী আপনজনদের জন্য এমন কিছু করা উচিত যা সত্যিকারার্থে তাদের কল্যাণে আসে। প্রচলিত সকল প্রকার কুসংস্কার, বিদ'আত, মনগড়া অনুষ্ঠানাদি পরিহার করে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনায় কাজ করা কাম্য। কেননা, যে সকল কাজ-কর্মে আল্লাহ ও তার রসূলের পক্ষ থেকে অনুমোদন

নেই তা বিদ'আত হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যাত। তা যতই চাকচিক্যময় হোক না কেন, তা মৃত ব্যক্তির কোন উপকারে আসে না। বরং, আয়োজনকারীরা গুনাহগার হয়ে থাকেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ 'মুমিনের ইন্তিকালের পর তার যে সকল সৎকর্ম তার কাছে পৌঁছে তা হল, সে জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে যাওয়া যার প্রচার অব্যাহত থাকে, সৎ সন্তান রেখে যাওয়া, কুরআন শরীফ দান করে যাওয়া, মসজিদ নির্মান করে যাওয়া, মুসাফিরদের জন্য সরাইখানা নির্মান করে যাওয়া, কোন খাল খনন করে প্রবাহমান করে দেয়া অথবা এমন কোন দান করে যাওয়া যা দ্বারা মানুষেরা তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর উপকার পেতে থাকে।' (ইবনে মাজাহ)

এ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় জানা গেল -

১) জীবদ্দশায় এমন কিছু ভাল কাজ করা যেতে পারে যার সুফল মৃত্যুর পর পাওয়া যায়।

২) মৃত্যুর পর উপকারে আসে এমন কল্যাণকর কাজের কিছু নমুনা দেয়া হয়েছে বর্ণিত হাদীসে। যাকে সদাকায়ে জারিয়া বলা হয়।

৩) সৎ সন্তান এমন এক সম্পদ মৃত্যুর পরও পিতা-মাতা তার দ্বারা উপকার পেয়ে থাকেন।

৪) হাদীসে বলা হয়েছে সৎ সন্তানের দু'আ মৃত্যুর পর পিতা-মাতার কাজে আসে। তাই অসৎ সন্তানের দু'আ কাজে আসবে এমনটি এ সকল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না। সন্তানকে সৎ বানাতে প্রচেষ্টা চালানো এমন একটি মহৎ কাজ যার সুফল মৃত্যুর পরও পিতা-মাতা ভোগ করতে থাকে।

৫) এমন জ্ঞান যা মানুষের কল্যাণে আসে তা শিক্ষা দেয়া ও শিক্ষার কাজে সহযোগিতা করা একটি সদাকায়ে জারিয়া। দীনি ইলম তো অবশ্যই কল্যাণকর।

৬) এ হাদীসে মু'মিন ব্যক্তিকে এমন কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে যা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে কাজে আসবে। তাই নিজের ইসালে সওয়াবের জন্য প্রত্যেকেই নিজ জীবনে কিছু কাজ করে যেতে পারাটা একটা বিশাল অর্জন।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১) প্রশ্ন ঃ

ক) উমরী কাযা সলাত বলতে যে কিছু নেই তা সংক্ষেপে আলোচনা কর ।
খ) যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত সলাতের সময় পার হয়ে যায় তবে সেক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি?
গ) প্রত্যেক সলাত শেষে ইমামের নেতৃত্বে হাত তুলে মুনাজাত করা কি? এ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ ।
ঘ) রসূল ﷺ সালাম ফিরানোর পর কি করতেন?
ঙ) মৃত ব্যক্তির সওয়াবের জন্য আমরা যে সব ভুল পদ্ধতি অবলম্বন করছি সেগুলো কী কী লিখ?
চ) কুরআন ও হাদীসের আলোকে মৃত ব্যক্তির কল্যাণে কোন কিছু করার আছে কি?
ছ) ইসালে সওয়াব কি? ইসালে সওয়াবের জন্য কি করা যেতে পারে? নিয়াহা বলতে কী বুঝায়?

২) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ঃ

ক) যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যখন সলাতের ওয়াক্ত হয়েছে তখন সাহাবীদেরকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
i) ২ ii) ৩ iii) ৪ iv) কোনটাই না

খ) মুনাজাত অর্থ কী?
i) জোরে কথা বলা ii) গোপনে কথা বলা iii) কানে কানে কথা বলা iv) খ ও গ উভয়ই

গ) ইসালে ছাওয়াব কোন শব্দ থেকে এসেছে? i) তুর্কি ii) ফারসী iii) আরবী iv) কোনটাই না

৩) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) রসূল ﷺ কোনদিন উমরী কাযা _____ আদায় করেন নি ।
খ) কোন অবস্থাতেই ফরয সলাতের কোন প্রকার _____ নেই ।
গ) কবর যিয়ারত করতে গিয়ে কুরআন পাঠ করা _____ ।
ঘ) আল্লাহ্ মৃত ব্যক্তিদের জন্য _____ করার কথা কুরআনে একাধিক আয়াতে উল্লেখ করেছেন ।

৪) সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) মু'মিন ও কাফির মুশফিকদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সলাত পরিত্যাগ করা ।
খ) মুনাজাত সলাতেরই একটি অংশ ।
গ) জানাজার সলাতের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা যাবে ।
ঘ) সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে উঠে হাত তুলে দু'আ করা যাবে না ।
ঙ) মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার সব আমলের পথ বন্ধ হয়ে যায়, কেবল ২টি আমলের পথ খোলা থাকে ।

৫) বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) প্রতি মুসলিমকে সকল সময়ে সলাত আদায় করতে হবে	ক) যখন থেকে তার উপর সলাত ফরয হয়েছে ।
খ) মৃত ব্যক্তির জন্য যা করা হবে তা	খ) তার সুফল মৃত পিতা মাতা পেয়ে থাকেন ।
গ) সন্তান যদি সৎ হয় ও পিতা মাতার জন্য দু'আ করে তবে	গ) যা হাদীসে রসূল দ্বারা প্রমাণিত নয় ।
ঘ) জীবদ্দশায় এমন কিছু ভাল কাজ করা যেতে পারে যার	ঘ) আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়্যতে করতে হবে ।
ঙ) মৃত ব্যক্তির জন্য এমন কোন কাজ করা ঠিক নয়	ঙ) সুফল মৃত্যুর পর পাওয়া যায়

ভুল শিক্ষা থেকে সাবধানতা অবলম্বন

মানুষ তার শিক্ষা, জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমেই তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে। আবার জ্ঞান ও কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় তার শিক্ষা দ্বারা। তাই শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষা। পক্ষান্তরে অশিক্ষা-কুশিক্ষা বা ভুল শিক্ষা মানুষকে ভুলপথে পরিচালিত করে সর্বনিম্নস্তরে নামিয়ে দেয়, তখন ভুল শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিটিও সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে সহ্য করতে পারে না। কিছু বিদ্যা রয়েছে যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। প্রকৃতই ভুল শিক্ষা, কিচ্ছা ও কল্পকাহিনী মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। ইসলামের উপর বাজারে অনেক বই-ই পাওয়া যায় যাতে মানুষের মধ্যে আবেগ (জজ্‌বা) সৃষ্টির জন্য এমন সব কথা তুলে ধরা হয়েছে যা সত্য নয়, যা কুরআন-হাদীসের আলোকে গ্রহণযোগ্য নয়। অসত্য দিয়ে মানুষকে সত্যের পথে আহবান করা যায় না। তাই সরাসরি কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের রেফারেন্স ছাড়া কোন ওলী, বুজুর্গ বা মুরুব্বীর বানানো কেচ্ছা-কাহিনী মেনে নেয়া ঠিক নয়। যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে, মানুষের জ্ঞানের পরিধি বেড়েছে। সহীহ হাদীস, জাল হাদীস, দুর্বল হাদীসের বই বাজারে পাওয়া যায়, তা যাচাই-বাছাই করে আমাদের পড়াশোনা করা উচিৎ, তা নাহলে আখিরাতে হাশরের ময়দানে জবাব দেয়ার কোন সুযোগ থাকবে না।

কেরামত ও মজাদার গল্প-কাহিনী হতে সাবধানতা

ইসলামে বিদ'আত অনুপ্রবেশের ব্যাপারে কিছু কিছু আলেমের অজ্ঞতা, অবহেলা বা অসচেতনতা কম দায়ী নয়। বর্তমান যামানায়ও মুসলিমগণ বড়ই বিপদগ্রস্ত। ইসলাম-বিরোধী শক্তি ইসলামকে দুনিয়া হতে মুছে দেয়ার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ। কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে কোন ইসলাম নেই। কেরামত ও সাজানো মজাদার গল্প-কাহিনী মানুষকে বিমোহিত করে ঠিকই কিন্তু তাতে অনেক সময় সমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এসব গল্প-কাহিনীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে মানুষ ঈমানহারা হয়না। যেহেতু ইসলাম-বিরোধী শক্তি মুসলিমগণকে কুরআন ও হাদীস দিয়েই ঘায়েল করার জন্য কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা ও অসংখ্য মিথ্যা হাদীস ও গল্প বেশী ফায়েদার লালসা দেখিয়ে মুসলিম সমাজে ঢুকিয়ে দিয়েছে সেহেতু আমাদের প্রত্যেকের আরো বেশী সচেতন হওয়া উচিৎ। বিশেষ করে আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.), মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.), ইমাম গাজ্জালী (রহ.), রূমী (রহ.), বায়েজীদ বোস্তামী (রহ.), শাহজালাল (রহ.) ইত্যাদি ব্যক্তিদের নামে বাজারে নানা রকম কেরামত সম্বলিত গল্পের বই পাওয়া যায় যা সত্য নয় এবং তাঁদের সঠিক জীবনীর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আর এই ধরনের বানানো গল্প কিচ্ছা-কাহিনী বিশ্বাস করা শিরক-এর অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁদের জন্যও অপমান।

ইবলিস শয়তানের পলিসি থেকে সাবধানতা

ইবলিস শয়তানের পলিসি হচ্ছে মুসলিমদেরকে কুরআনের সঠিক শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝতে না দেয়া। কারণ আমরা যদি কুরআন বুঝে সেই অনুযায়ী আমাদের জীবন চালাতে থাকি তাহলে সেখানেই ইবলিস শয়তানের ব্যর্থতা। তাই শয়তান সুকৌশলে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য বেছে নিয়েছে কুরআনকেই কিন্তু ভিন্ন উপায়ে। যেমন ঃ খুব সহজে কিভাবে কিছু দু'আ-দুরূদ পড়ে জান্নাত লাভ করা যাবে, কোন দু'আ কত হাজার বার পড়লে কি হবে, কোন আয়াত জাফরান দিয়ে লিখে শরীরে রাখলে উপকার হবে, কোন দু'আ পড়ে চাল পড়া দিয়ে চোর ধরা যাবে, কোন দুরূদ কাগজে লিখে পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেলে রোগ মুক্তি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরনের আমলের কোন সহীহ দলিল কুরআন বা সহীহ হাদীসে নেই। বাজারে এই ধরনের অনেক বই-ই পাওয়া যায়, যেমন ঃ মক্বছুদুল মোমিনীন, বেহেশতের পথ, নেয়ামুল কুরআন, আমলে নাজাত, আমালে কুরআন, বেহেস্তি জেওর, সোলেমানী খাবনামা, নূরানী মজমুয়ায়ে পাঞ্জেগানা অজিফা, ফাজায়েলে আমল ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই এই ধরনের ভিত্তিহীন বই-পত্র, অজিফা এবং মানুষের বানানো দুরূদ হতে খুব সাবধান।

ইবলিস শয়তান আমাদের অনেক প্রকার সওয়াবের লোভ দেখায়, জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ দেখায়। সে বলে এই দু'আ ৪০ বার পড়লে ৮০ বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, ঐ দুরূদ এতোবার পড়লে ১ লক্ষ ফিরিশতা কিয়ামত পর্যন্ত দু'আ করতে থাকে। এ কথা শুনে আমরা বলি 'সুবহানাল্লাহ', এর ফজিলত এতো! এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে গুনাহের প্রতি মানুষের ভয় কমিয়ে দেয়া হচ্ছে, অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। তখন মানুষ মনে করে ২-৫ টা গুনাহ করলে কি আর ক্ষতি হবে? অমুক দু'আ পড়লে তো ৮০ বছরের গুনাহ মাফ হয়েই যাবে। এভাবে শয়তান অসচেতন লোকদেরকে লক্ষ লক্ষ সওয়াবের লোভ দেখিয়ে ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

Authenticity

আমি আমার জীবনে ইবাদত মনে করে যা কিছু করবো তা অবশ্যই কুরআন অথবা সহীহ হাদীসে অবশ্যই থাকতে হবে। আর একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখবো যে আমি যখন যা আরবীতে পড়ছি বা বলছি তার অর্থটা যেন আমার মনের মধ্যে থাকে, অবশ্যই অর্থটা এখানে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অর্থই যদি না বুঝি তাহলে আল্লাহর কাছে কী চাইছি তা তো নিজেই জানি না এবং তার প্রতি অন্তর থেকে ভাবও প্রকাশ পাবে না। যদি কোন দু'আ আরবীতে নাও বলতে পারি তাহলে শুধু অর্থটা বাংলায় নিজের ভাষায় নিজের মতো করে মহান আল্লাহর কাছে বলতে পারি। উচ্চারণের ব্যাপারে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যে কোন দু'আসমূহ আরবী টেক্স্ট দেখে পড়তে পারলে উচ্চারণও শুদ্ধ হবে। আর বাংলা উচ্চারণ দেখে পড়লে অনেক সময়ই শুদ্ধ উচ্চারণ হয় না এবং ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১) প্রশ্ন ঃ

ক) ভুল শিক্ষা থেকে আমরা কিভাবে সাবধানতা অবলম্বন করব?

খ) ইবলিস শয়তানের কাছ থেকে আমরা কিভাবে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখব?

২) বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

ক) বানানো গল্প কিচ্ছা-কাহিনী বিশ্বাস করা কী?

i) সওয়াব ii) শিরক iii) বিদ'আত iv) খ ও গ উভয়ই

খ) এর মধ্যে জাল এবং যঈফ হাদীস কোন বইতে?

i) নেয়ামুল কুরআন ii) আমলে নাজাত iii) বেহেস্তি জেওর iv) সবগুলোই

৩) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) ভুল শিক্ষা, কিচ্ছা ও গল্প কাহিনী মানুষকে _____ করে।

খ) কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে কোন _____ নেই।

গ) শয়তান অসচেতন লোকদের লক্ষ লক্ষ সওয়াবের লোভ দেখিয়ে ইসলামের মূল _____ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

৪) সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) কাউকে অন্ধ অনুসরণ করা নিষেধ।

খ) মানুষ তার শিক্ষা, জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমেই তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে।

গ) বাজারে অনেক ধরনের বই পাওয়া যায় তার মধ্যে বেশীর ভাগই সহীহ।

ঘ) আমরা যা আরবীতে পড়ছি তার বাংলা অর্থ জানা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

৫) বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) অশিক্ষা, কুশিক্ষা মানুষকে	ক) নেই।
খ) জান্নাতে যাওয়ার কোন Shortcut way	খ) ভুল পথে পরিচালিত করে।
গ) জাল হাদীস থেকে আমাদেরকে	গ) কুরআনের সঠিক শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা।
ঘ) ইবলিস শয়তানের পলিসি হচ্ছে মুসলিমদের	ঘ) সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।